বাসন্তী

[গীতি কাব্য]

Never durst poet touch a pen to write
Until his ink were temper'd with Love's sighs;
O, then his lines would ravish savage ears,
And plant in tyrants mild humility.

Shakespeare.

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চোরবাগান
চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের যে সকল কবিতা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদর্শন, বান্ধব ও আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া বাসন্তী প্রকাশ করিলাম গ্রন্থকার সাধারণের নিকট নিতান্ত অপরিচিত না হইতেও পারেন। তাঁহার "চিত্তমুকুর" ও পূর্ব্বোক্ত সাময়িক পত্রস্থ কবিতাগুলি বোধ হয় সাধারণের নিকট নিতান্ত অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বসন্তকালে প্রকাশ করিবার মানস ছিল বলিয়া বাসন্তী নাম দেওয়া হয়, কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়িল। বাসন্তীর দোষগুণ বিচারে আমার অধিকার নাই, সে ভার সুযোগ্য সমালোচক ও সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার নিতান্ত ভাল না লাগিলে আমি ইহার প্রকাশের জন্য এত আগ্রহ করিতাম না। "যোগজীবন" ও আরো দুই একটি কবিতা বাইরণকে অনুসরণ করিয়া লিখিত। ফল যাহাকেই অনুসরণ করিয়া লেখা হউক বোধ হয় বাসন্তীর সকল কবিতাতেই নূতনত্ব ও মাধুর্য্য আছে। এক্ষণে সাধারণে যত্নসহকারে বাসন্তী পাঠ করিলেই যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইব।

পাইকপাড়া
১০ই শ্রাবণ ১২৮৭।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

উৎসর্গ পত্র।

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

ভাই দেবেন্দ্র!

জগৎ অনন্ত ও মনুষ্যও অনন্ত, এখানে বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের অভাব নাই, ধনী ও যশস্বীর অভাব নাই কিন্তু এই অনন্ত জনস্রোতের মধ্যে অকপট ও উদার চরিত্রের লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আশৈশব আমি তোমার প্রকৃতির সেই মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ বাসন্তীকে তোমায় উপহার দিলাম। আদর করিয়া গ্রহণ করিও- সুখী হইব।

তোমার স্নেহের
গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
নিরমল	নিরমিল	২
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট	৯
ঝঞ্ঝাবাত	ঝঞ্ঝাবাত	১১
রেথা	হেথা	৩৭
শোভিছে	শোভিতেছে	৪৩
ভাববাসি	ভালবাসি	৪৮
মৃমূর্ষ	মুমূর্ষু	৬৭
জাতিভেদ	জাতিসাম্য	৮৮
অতীব	ভবিষ্য	৯৫
শরীর	শরীরী	১০৫
কিছুনাই-কিছুনাই	কিছু নাই-কিছু নাই-কিছু নাই	
সেই বাসনা	বাসনা	১০৭
কাঁদিতে	কাঁদিত	১২২
ভুলিতে	ভুলিতে	১২৫

বাসন্তী।

——****——

সাগর।

জলধি কি মনোহর আকৃতি তোমার!
অসীম অতল সুধু অনন্ত বিস্তার!
সীমা হ'তে সীমা শূন্যে সলিল কেবল,
বিরাম বিশ্রাম নাই সতত চঞ্চল;
এত যে গম্ভীর মূর্ত্তি এত যে ভীষণ,
দেখিতে দেখিতে তবু যুড়ায় নয়ন।
রোগে শোকে দগ্ধ হ'লে মানুষের মন,
তোমার এ মূর্ত্তি যেন করে দরশন!
হেরিলে তরঙ্গময় হৃদয় তোমার,
শুনিলে অশ্রান্ত তব গম্ভীর ঝঙ্কার,
কি হেন যন্ত্রণা আছে মানুষের মনে,
বিস্মৃতিতে মগ্ন নাহি হয় সেইক্ষণে!
কিছার সংসারসুখ আশার উল্লাস!
কিছার যশের লিপ্সা ধনের প্রয়াস!

কিছার সে প্রণয়ের অসার ভাবনা!
কিবা ছার স্নেহ মায়া দেহীর কল্পনা!
যত সুখ তত দুখ সংসার মায়ায়,
নিরমল সুখ সিন্ধু তোমার বেলায়।
এই খানে দাঁড়াইলে মানবের মন,
বিধির অনন্ত লীলা করে দরশন।
জীবনের কুহেলিকা হয় অপনিত,
ক্ষুদ্র মানবের হৃদি হয় প্রসারিত।
হিংসা দ্বেষ প্রতারণা শোক তাপ নাই।
মায়া মোহ আশা তৃষ্ণা প্রেমের বালাই!
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিত্ত তুমি পারাবার।
স্বরগের ছায়া ভাসে হৃদয়ে তোমার।
দাঁড়াইলে কূলে তব, মানবের মন,
আত্ম-বিস্মৃতিতে যেন হয় নিমগন!
এমন সুখের স্থান তুমিরে বারিধি!
কেন এ অতল করি নিরমল বিধি!
হইত কোমর জল জলধি তোমার!
অকূল হৃদয়ে তব দিতাম সাঁতার।
যাইতাম ভাসি ওই সুদূর সীমায়,
আকাশের সনে যথা সলিল মিশায়।

কত দিন ভূমণ্ডলে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
স্বরগের দ্বার নাহি পাইনু খুঁজিয়া।
শৈশবে যৌবনে বসি অট্টালিকা চূড়ে,
দেখিতাম অস্তগামী রক্ত দিবাকরে—
পশ্চিম গগণ তলে নামিয়া নামিয়া
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যেতেন মিশিয়া
কত দিন ভাবিয়াছি হায় কত বার!
সিন্ধু পারে হবে বুঝি স্বর্গের দুয়ার।
অতল না হ'ত যদি সলিল তোমার,
খুঁজিতাম এক বার স্বরগের দ্বার।
সিন্দুরের ছটা ওই গগণ প্রাচীরে,
হয়ত স্বর্গের পথ উহারি ভিতরে!
প্রাচীরের কোলে কোলে করি সন্তরণ,
খুঁজিতাম মনোল্লাসে স্বর্গের তোরণ!
প্রাচীরে প্রাচীরে তথা আছেত প্রহরি,
অবশ্য তুলিত মোরে কেহ দয়া করি।
হায় রে সে সুখ সিন্ধু করিলে কল্পনা!
এখনি ভাসিতে জলে উথলে কামনা।
পরিশ্রান্ত কলেবর হ'লে সন্তরণে,
দাঁড়াতাম মধ্যস্থলে প্রফুল্লিত মনে।

উপরে অনন্ত নীল বিশাল আকাশ
নিম্নে চতুর্দ্দিকে শুধু সলিল উচ্ছ্বাস!
উন্মত্ত তরঙ্গ শ্রেণী তুলি উচ্চ শির,
ছুটিতেছে অবিরত হইয়া অধীর!
উরসে পশ্চাতে বামে গ্রীবায় দক্ষিণে,
নাচি নাচি উর্ম্মিমালা বাজিত সঘনে!
অবিশ্রান্ত হু হু রব শ্রবণে পশিত!
কি আনন্দে বারিধিরে হৃদয় পূরিত!
প্রসারিয়া বাহুদ্বয় মুদিয়া নয়ন,
ভাবিতাম একবার জীবের জীবন!
ভাবিতাম ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আকৃতি,
তাহ'তে কতই ক্ষুদ্র ধরার মূরতি!
কত ক্ষুদ্রতর পুন জীবের সংসার!
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কত নরের আকার!
এত ক্ষুদ্র মানবের সঙ্কীর্ণ অন্তরে,
এত আশা এত তৃষ্ণা, কেমনে বিহরে!
এত কোলাহল পূর্ণ নরের সংসার
এ নহে প্রকৃত স্থান গম্ভীর চিন্তার।
না জাগিতে এক চিন্তা মানব অন্তরে,
সহস্র চিন্তায় চিত্ত আকুলিত করে।

ভিন্ন ভিন্ন মানবের বিভিন্ন বাসনা,
একা জীব পুরাইবে সবার কামনা।
না পুরাও—সংসারের হ'লনা ধরম,
সমাজ অঙ্গুলি তুলি কহিবে অধম।
কি নবীন—কি প্রবীণ—শিক্ষা আছে যার,
কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলি, করিছে চীৎকার;
অথচ হৃদয়ে স্বার্থ এমনি প্রবল,
বশ নাই যথা, তথা উৎসাহ দুর্ব্বল।
যেখানে সভ্যতা যত, ততই কৌশল,
প্রতারণা প্রবঞ্চনা তথায় কেবল।
কিবা পাপ কিবা পুণ্য সে মীমাংসা নাই,
ক্ষতি লাভ গণনায় বিব্রত সবাই।
পাপ পুণ্য জীবনের গভীর বিচার,
এ সংসারে সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে তায়-কার?
বৃথা কাযে ব্যস্ত হ'য়ে বিব্রত সবাই
অসার প্রলাপে শ্রুতি বধির সদাই।
এমন কুটিল স্থান নরের সংসার,
এ কি নিরাপদ স্থান গভীর চিন্তার!
জলধি হৃদয়ে তব দিতে যদি স্থান!
ভাবিতাম মনসুখে বিধির বিধান।

উপহার।

নবীন !

জানিতাম এজগতে নাহি সে আলয়—
যথায় হৃদয় খুলে
কাঁদিলে করুণা মেলে,
একের বেদনে যথা কাঁদে দুজনায়
হেন সুখময় স্থান ছিল না ধরায়।

২

জানিতাম কর্ম্ম ক্ষেত্র সুধুই সংসার ;
পরিছন্ন পরিচ্ছদ
সাধে নিজ মনোরথ
নয়নে সম্বন্ধ হেথা—বচনে প্রণয়
আত্মপর এসংসারে স্বার্থ গণনায়।

৩

জানিতাম নরচিত্তে সকলি তরল,
স্নেহ মায়া অনুরাগ
অন্তরে করেনা দাগ,
হাসি কান্না দুই ক্ষীণ জীবের অন্তরে ;
দেবভাব মাদকতা ছিলনা সংসারে।

সকলি সীমান্ত হেথা—কিবা সুখ দুখ,
কাঁদিয়া না হয় সুখ
হেসেও মিটেনা দুখ
প্রবৃত্তি পিঞ্জরে বাঁধা মানব-অন্তরে
আশা তৃষ্ণা পরিখায় জীবনে বিহরে।

৫

অভাগ্য জীবনে পুন জানিতাম হায়—
সকলি দুর্লভ তায়,
সবি শিক্ত নিরাশায়,
ভাই বন্ধু দারা সুত সবি নিরদয়—
অভাগ্য জীবনে কিছু নাহি বিনিময়।

৬

জানিলাম আজ এই কুটিল সংসারে
সে সুখ এখনো রাজে
সে জীব এখনো আছে—
কাঁদিলে যাহার কাছে যুড়ায় হৃদয়—
সে দেবতা আছে আজো পাপের ধরায়।

৭

নবীন !

এস কাঁদি একবার পরাণ ভরিয়া,
গঙ্গা যমুনার মত
জীবনের দুখ যত
দেও সখে মিশাইয়া খুলিয়া হৃদয়
এস কাঁদি একবার ধরিয়া গলায়।

৮

সখে !

যে দুখে তোমার আজ ব্যাকুল জীবন
অভাগারো হৃদিতলে
সে দারুণ দাহ জ্বলে
সেই আশা—সেই তৃষ্ণা—সেই ব্যথা বুকে
নিষ্ঠুর সংসারে সেই ভ্রমিতেছি দুখে।

৯

বুঝেনা জগৎ সখে! দুখীর বেদনা
বিদীর্ণ করিয়া বুক
দেখায়েছি মন দুখ
বুঝেও বুঝেনা সেত—বুঝেনা সংসার
বুঝাতেও নারি সখে চিত্ত আপনার।

১০

কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম জীবের সংসারে !
কাঁদি আপনার দুখে
তবু কেন দোষে লোকে,
কি অনিষ্ঠ জগতের করেছি সাধন
অভাগ্যে সংসার কেন এত নিদারুণ ?

১১

আর জগতের এই কুটিল আচার
অর্দ্ধেক জীবন ধরে
দেখিনু পৃথিবী ঘুরে
কেবা মিত্র, কেবা পর, বুঝিতে নারিনু
কিবা পাপ কিবা পুণ্য তাও না বুঝিনু ।

১২

হয়ত আমিই সেই বিবেক বিহীন—
বুঝিনা মনোবিজ্ঞান
জীবিতের কি বিধান
সে সমস্যা ভেদ করি সাধ্য নাহি তায়
অথবা সে জীবকুল নারকী ধরায় ।

১৩

কাঁদি সখে ! একা বসি সদত বিজনে ;

পাখিটি শাখিটি দেখি
ঘুড়াই তাপিত আঁখি,
নর চিহ্ন বিরহিত নিরজন স্থানে
নিরমল সুখ যেন পাই সখে প্রাণে।

১৪

চল সখে দুজনায় ত্যজিয়া সংসার—
হেন কোন স্থানে যাই
যথা নরকূল নাই,
দেশাচার জীব—ধর্ম্ম নহেক যথায়
স্বভাবে স্বাধীন যথা মানব হৃদয়।

১৫

যথায় মানব—চিত্ত এ-কি স্রোতাধীন;
আশার যন্ত্রণা নাই
প্রেমের বিকার নাই,
সহস্র বাসনা যথা যাগেনা অন্তরে
একি ভাবনায় চিত্ত আকুলিত করে।

১৬

কি ভীষণ সখে এই মানুষের মন।
নিভৃত হৃদয় মাঝে
যে দারুণ ব্যথা বাজে

অস্ত্রাঘাৎ—ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছ তুলনায়
নিরবে লুকায়ে রাখ সেই যাতনায়।

১৭

নাহি জানি বিধাতার এ কোন বিধান!
নশ্বর এ দেহ বাসে
স্থাপেন কি অভিলাষে
এত সুকঠিন আত্মা, দগ্ধ শিখা যার—
কি-জাগ্রতে কি—স্বপনে সদা দুর্নিবার।

১৮

নিষ্ঠুর জগতে সখে নিষ্ঠুর মানব
ওই চন্দ্রতারা মত
ইহারাও হাস্য যুত,
গ্রহ উপগ্রহ মত ইহাদেরো চিত
কঠিন পাষাণ হ'তে পাষাণে নির্ম্মিত।

১৯

চল সখে যাই সেই জীবশূন্য দেশে
খুলিয়া যুগল প্রাণ
গাব বিষাদের গান
উঠিবে সে গীত শূন্যে বিদারি অম্বরে
পশিবেক ধ্বনি তার নিষ্ঠুর সংসারে।

২০

বিহঙ্গ বিহঙ্গী সনে কাঁদিবে সে দুখে
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সনে
কাঁদিবে সে গীত শুনে
স্থাবর জঙ্গম দুখে কাঁদিবে তথায়
ঝরিবে সে অশ্রুবিন্দু পাতায় পাতায়।

২১

তটীনীর স্রোতে গীত দিব মিশাইয়া—
ছুটীবে সে নদীজল
গাহি গীত অবিরল
নিষ্ঠুর রমণী যদি থাকে তার তটে—
হবে প্রতিধ্বনি তার হৃদয়ের পটে।

২২

দিব পবনের অঙ্গে মিসায়ে সে গান
যথায় তথায় যাবে
পবন সে গীত গাবে
নিষ্ঠুর রমণী যদি সেবে সে পবনে
প্রতিঘাৎ হ'বে তার নিরদয় মনে।

২৩

নহে প্রতিহিংসা সখে—নহে সে ভাবনা.

সুধু সেই পাষাণীরে
এক মুহূর্ত্তের তরে
দেখাইতে এ যন্ত্রণা বাসনা আমার
দেখাইতে তার আশা কত দুর্নিবার।

২৪

দেখাইতে সুধু তায় নিভৃত অন্তরে
কি জ্বালা লুকায়ে রাখি,
কি দুখে সংসারে থাকি,
এ হ'তে কঠিন জ্বালা মানব অন্তরে
আছে নাকি আর এই ভুবন ভিতরে।

২৫

দেখাইতে সুধু তায় প্রেমিকের মন
কত আশা ছোটে তায়,
কি যন্ত্রণা নিরাশায়,
কি কঠিন ব্রত-ধারি প্রেমিক যে জন,
রমণী চিনেনা হেন প্রণয় রতন

২৬

বুঝাইতে আর এই নিষ্ঠুর সংসারে—
সে আশা কলুষ নয়
নহে তাহে ধর্ম্ম ক্ষয়,

এ হ'তে পবিত্র প্রেম জীবের সংসারে
হয় নাই হইবে না লোক লোকান্তরে।

২৭

আর অভাগার এই পাগল হৃদয়!
সেত নাহি দেয় আশা,
তবু ছোটে সে পিপাসা,
বুঝি নিত্য চিত্ত সনে তবু শান্ত নয়
কেবলি তাহার তরে কাঁদে এ হৃদয়।

২৮

তাই বলি চল সখে ত্যজিয়া সংসার
চিত্ত বুঝাবার নয়
সেও অতি নিরদয়
হারায়েছি একে একে সকলি আমার
শুষ্ক প্রাণটুকু সুধু বাকি আছে আর।

তবু বুঝিল না মন।

প্রয়োগ

তবু বুঝিলনা মন!
সুধু চিত্ত ভেঙে গেল, সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
আশার একটী কক্ষ হ'লনা পূরণ!
তবু কেন তার আশা, তবু কেন ভালবাসা,
জাগ্রত নয়নে তবু কেন সে স্বপন!
হায় বুঝিলনা মন!

এইরূপে যাবে দিন—
যাবে মাস—যাবে বর্ষ, যাবে সুখ যাবে হর্ষ,
গিয়াছে হৃদয়—যাবে হতাশ জীবন;
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষ মুদিব নয়ন!
তবু পাবনা সে ধন।

ভীষণ কালের করে—
খসে ভূধরের শির, শুষ্ক হয় সিন্ধু নীর,
মানবের দগ্ধ মন সেও কিরে ভরে?

ভূতল সুখের ঠাঁই, দয়ার অভাব নাই,
অভাগারে সুধু কেহ দয়া নাহি করে,
দুখে হৃদয় বিদরে!

বিরাম

সেত নারীর হৃদয়—
করুণার স্রোতস্বিনী, বিপুল স্নেহের খনি,
সুধা মাখা প্রণয়ের অনন্ত নিলয়!
বিরাগের লেশ নাই, অতি নিরমল ঠাঁই,
হতভাগ্য মানবের শান্তির আলয়!
তবে—কেন নিরদয়!

প্রয়োগ

তুমি, নিষ্ঠুর সংসার—
নারীর কোমল মন, কেন কর নিদারুণ,
কেন দগ্ধ কর তার হৃদয় আগার?
পাষাণ হৃদয় তব, নাহি কর অনুভব,
নারীর নীরব প্রেম কত যন্ত্রণার!
দোষ নহে অবলার।

বিশাল নয়নে তার—
রুদ্ধ প্রেম প্রবাহিনী, নিরন্তর উন্মাদিনী,
দুখানি পল্লবে ত্রাসে ঢাকে অনিবার!
সদা যেন সশঙ্কিত, সদা আঁখি মুকুলিত,
পাছে নিরখিতে পায় নিষ্ঠুর সংসার!
পাছে দোষে দেশাচার!

সদা আনত নয়ন—
যেন কত ম্রিয়মাণ, কত উদাসীন প্রাণ,
ফাটে ওষ্ঠাধর—তবু ফোটেনা বচন!
সদা ত্রাসে কথা কয়, পাছে প্রেম বাহিরায়,
নিষ্ঠুর সংসার পাছে করয়ে শ্রবণ,
সদা অস্ফুট বচন!

পত্রে কি রহে গোপন!
হৃদয় পিঞ্জর আঁকি, ছেড়ে দেয় প্রাণ পাখি,
নরের মনের কথা কহে অনুক্ষণ!
হেন অবারিত পত্রে, দেখিয়াছি ছত্রে ছত্রে,
প্রেমের তরঙ্গ যেন রয়েছে গোপন!
পাছে দেখে অন্য জন।

মর্ম্মে মরি দুই জন—
সে খোঁজে আমার মন, আমি খুঁজি তার মন,
দুজনারে পরস্পরে ভাবি নিদারুণ!
সে জানে সে অভাগিনী, আমি হতভাগ্য জানি,
সে ভাবে পুরুষে নাহি বুঝে নারী-মন,
ভাবি আমিও তেমন!

উন্মত্ত উভয় চিত—
দুধারে দু-সিন্ধু নাচে, অতি সূক্ষ্ম বাঁধ মাঝে,
খসিলে প্রস্তর এক, হইবে মিলিত,
সন্নিকটে দুই জন, চারি চক্ষে সম্মিলন,
দুইটি বচন মুখে হ'লে উচ্চারিত,
ভাসে দুজনার চিত!

সুধু দুইটি বচন—
সুধু করে কর ধরে, সুধু পরস্পরে হেরে,
"প্রিয়তমে—প্রাণনাথ" কর উচ্চারণ,
সূক্ষ্ম বাঁধ ভেঙে যাবে, দুই সিন্ধু উথলিবে,
নিষ্ঠুর সংসার তায় হইবে মগন,
তাত—হবেনা কখন!

বিরাম

তাহা হ'বেনা কখন

এমনি অতৃপ্ত বক্ষেঃ, এমনি সজল চক্ষে,

অন্তিম শয্যায় শেষ মুদিব নয়ন!

এমনি নিরব মুখে, এই তুষানল বুকে,

সহিব এ তীব্র জ্বালা যাবত জীবন!

তবু কবনা বচন!

প্রয়োগ

এ যে নিষ্ঠুর সংসার!

হেথা—

পাপ প্রণয়ের নাম, বন প্রেমিকের ধাম,

স্বার্থ ত্যাগ আত্মদান, হেথা দুরাচার,

পরিণয়ে যাহা পাবে, অন্ধ খঞ্জ তাই লবে;

হয় প্রেম, নয় নেই, কপাল তোমার,

তবু চাহিবেনা আর।

থাকে হেন কোন স্থান!—

যথা পাপ পুণ্য নাই, স্বর্গ মর্ত্ত একঠাঁই,

উদার কবির মত সকলের প্রাণ,

প্রণয়ে কলঙ্ক নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই,
অনর্গল প্রেমিকের যুগল পরাণ !
তথা করি অবস্থান্।

যথা নারীর হৃদয়—
নাচাহিতে প্রাণখুলে, দেয় প্রেম হাতে তুলে,
নাধরিতে করতল, নিজে ধরি লয়,
না করিতে সম্ভাষণ,—দেয় প্রেম আলিঙ্গন !
না কহিতে কথা নারী আগে কথা কয় !
যাই ছুটিয়া তথায়।

যথা নারীর বদন—
স্ফুট পঙ্কজের মত, প্রফুল্লিত অবিরত,
কালের কলঙ্ক তাহে হয় না পতন !
মুখে চির মৃদু হাস, বুকে মধু বার মাস,
চির দিন বাল্যভাব বাল্য আলাপন !
দেখি সে দেশ কেমন।

যথা নারীর নয়নে—
কভুনা পলক পড়ে, নিদ্রা না কাতর করে,

দিবা নিশি উন্মাদিনী সুধা ক্ষরে কোনে,
যথা প্রতি আলিঙ্গনে, লোকে বারমাস গ'ণে,
নিশি অবসান যথা একটি চুম্বনে !
সাধ-যাই সেই স্থানে।

বিরাম

নাহি ভূতলে তেমন !
তবে কেন তার আশা, তবে কেন ভালবাসা,
জাগ্রত নয়নে তবে কেন সে স্বপন !
সুধু চিত্ত ভেঙে যাবে, সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'বে,
আশার একটি কক্ষ হবেনা পূরণ !
তবে-কেন অকারণ !

প্রয়োগ

তবে কেন অকারণ ?——
জলন্ত চিতায় যবে, এই দেহ দগ্ধ হ'বে,
বিদারিয়া বক্ষঃস্থল করো, দরশন—
অবাধ্য চিত্তের সহ, যুদ্ধ করি অহরহ,
কত অস্ত্রঘাত তার হয়েছে পতন !
কত সহেছি বেদন !

নিরমল মুখ তার—
কি-গোপনে কি-বেদনে, ভাবিয়াছি নিশিদিনে,
নিরাশায় মরিয়াছি মর্ম্মে কতবার!
কত যে উদাস মনে, কাঁদিয়াছি সঙ্গোপনে,
তুমি কি—বুঝিবে তাহা নিষ্ঠুর সংসার!
চিত্ত পাষাণ তোমার।

যাও শয়ন মন্দিরে—
দেখ গিয়া উপাধানে,—বাতায়ন সন্নিধানে—
কলঙ্কিত হইয়াছে নয়নের নীরে;
প্রত্যেক স্মরণে তার, ঝরিয়াছে নেত্রাসার,
আঘাতি উন্মত্ত রক্ত বহিয়াছে শিরে,
যাও—শয়ন মন্দিরে।

দেখ চিত্রপট তার—
উন্মত্ত চুম্বনে তার, কলঙ্কিত চারিধার,
প্রত্যেক চুম্বনে চিত্ত, ভেঙেছে আমার;
আন তার পত্রগুলি, পাতে পাতে দেখ খুলি,
হৃদি বিগলিত অশ্রু অঙ্গে চারিধার,
চিত্ত কাঁদিবে তোমার।

আর যথায় নির্জ্জন—
াসাদের উচ্চশিরে, গঙ্গার নির্জ্জন তীরে,
উদ্যানে তরুর মূলে কর দরশন—
অশ্রু চিহ্ন অভাগার, কোন স্থানে আছে তার,
প্রদোষ সায়হ্ন যথা করেছি ভ্রমণ—
দেখ করি অন্বেষণ।

এইরূপে সঙ্গোপনে—
কিবা দিবা বিভাবরি, নিষ্ফল তপস্যা করি,
ভ্রমিব এ মরুময় সংসার প্রাঙ্গণে,
এই আশা—পূর্ণ মনে, বিমোহিত দুনয়নে,
আজীবন নিরখিব তাহার বদনে—
সহি অনন্ত বেদনে।

বিবেক ও নৈরাশ।

বিবেক

যদিই বাসিল ভাল যাতনা কি যাবে তাঁয়
মিটিবে কি আশা ?
শুনি জলধর ধ্বনি শৃঙ্খলিত চাতকের
মিটে কি পিপাসা ?
কুল পিঞ্জরের পাখি, পিঞ্জরে রহিবে সদা
তুমি রবে কোথা ?
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাস পশিবেনা কানে তার
তবে কেন বৃথা ?
সুধু ভালবাসা নিয়ে কোন্ প্রেমিকের চিত
যুড়ায়েছে কবে ?
আশার জলধি হৃদে বাসনায় আকুলিত
কিসে স্থির রবে ?
আঁখির মিলনে যদি মিটিত মনের সাধ
তবে শৈবলিনী—
কেন ত্যজি কুলমান অভাগা প্রতাপ তরে
হবে কলঙ্কিনী ?

এযে পাপের ধরণী পুরুষ কলঙ্কী হেথা
মত্ত বাসনায়—
হেথা আঁখির মিলনে, বাসনা জাগিয়া উঠে
তীব্র পিপাসায়!
লুকায়ে বাসিলে ভাল প্রেমিক হৃদয় কাঁপে
কলঙ্কের ডরে,
আদরে চুমিলে মুখ কলঙ্ক লাগিয়া থাকে
নারীর অধরে!
গোপনে ছুঁইলে তনু রমণী শুখায়ে যায়
পাপের তরাসে,
প্রণয়ে গরল উঠে কণ্টকি লতায় হেথা
কমল বিকাশে।
অমূল্য মাণিক হেথা শোভে ভুজঙ্গের শিরে,
রতন সাগরে—
প্রণয়ী মনের মত দুর্ভেদ্য পিঞ্জরে বাঁধা
কে লভে তাহারে!
তবে—
ভাঙ্গা বুক যোড়া দিয়ে মুছি নয়নের জল
প্রবেশ সংসার;

যাতনা পড়িবে ঢাকা সমর তরঙ্গে মাতি
ত্যজ আশা তার।

নৈরাশ।

হায়রে জীবনে তবে লভিনু কি ফল যদি
গেল এ প্রণয়!
সংসার তরঙ্গে মাতি লভি ধন মান যশ
যুড়াবে হৃদয়?—
কি কায রোগীর তবে, ঔষধ সেবন করি
যদি থাকে ধন?
হীরক কাঞ্চন মণি, সেবনে যদিরে ব্যাধি
হয় উপশম?
পীড়িত নরের কানে, কহিলে সম্মান তার
নিরোগী কি হয়?
কহিলে যশের গান, ব্যাধিত যশস্বী কানে
ব্যাধি কভু ক্ষয়?
যশের দুন্দুভি নাদে, রত্নের উজ্জ্বলবর্ণে
হতাশের মন
মমিত হইত যদি, যাতনা হইত দূর—
তবে কি এমন?—

তবে কি এণ্টনী কহে, হোক রোম নিমগন
টাইবার জলে ?
কেনরে বিহঙ্গ তবে, সোনার পিঞ্জরে বাঁধা
ভাসে আঁখি জলে ?
অভাগী এলিজা বেথ্ কেন লিস্টার তরে
হইল পাগল ?
আয়েষা নবাব পুত্রী 'জগৎ' বলিতে কেন
নেত্রে ঝরে জল ?
নিষ্ঠুর আইভেনহো তরে, অভাগী রেবেকা কেন
খুলিল কঙ্কন ?
ভিখারিণী বেশে কেন বিমলা যবন দুর্গে
করিল যাপন ?
যদিই বাসিল ভাল তবেই ঘুচিল দুখ
মিটিল পিপাসা,
ধন-মান-যশ-সুখ বিশ্বভূমণ্ডল খানি
তারি ভালবাসা।
আঁখির মিলনে যদি না মিটে মনের সাধ
ছুটিব কাননে,
হিমাদ্রি গহ্বরে পশি, পাষাণ চাপিয়া বুকে
হেরিব স্বপনে!

দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি করিব তাহারি ধ্যান
মুদ্রিত নয়নে,
কাল সিন্ধুনীরে প্রাণ, সলিল বুদ্ বুদ মত
মিশে যত দিনে।
সপিয়া পরাণ পরে, কাঁদিতে প্রণয়ে তার
কত সুখোদয়—
বণিকের পণ্যশালা এ ভব সংসারে বুঝে
কয়টি হৃদয়?
ক্ষতিলাভ গণনায় যথায় বিব্রত নর
স্বার্থে আপনার
প্রেমিকের মহাব্রতে, সে নহে দীক্ষিত কভু
ক্ষুদ্র আশা তার,
উৎসর্গ ইথে সুখ, আত্ম প্রাণ বলিদান,
অশ্রুর চন্দন,
ভাবনা-কুসুম ঢালি সদ্ধি পূজা চিরকাল
অনিদ্রা যাপন,
রতন সঞ্চয়ে মতি, অভাগা ধনাঢ্য নহে
সে সুখেতে সুখী
ওযে তপস্যার ফল ঘটে উদাসীর ভালে
সদত যে দুখী

বিবেক।

বুঝেনা আপন মন, হায়রে প্রেমিক জন।
প্রণয়ে পাগল ?
এযে—মাটির ধরণি সকলি কঠিন হেথা
যাতনা শৃঙ্খল—
সবারি চরণে বাঁধা, কি-বণিক-কি-প্রেমিক
কে সুখী সংসারে ?
এক আশা না ফুরাতে, পুন আশা জাগে হৃদে
কে তায় নিবারে ?
পাষাণ চাপিয়া বুকে দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি
লভিবে কি সুখ ?
নয়নের জল তব শুখাবেনা ইহ কালে
স্মরিলে সে মুখ !
হৃদয় পুড়িয়া যাবে বুক চিরে রাখ যদি
তাহার বদন ;
নয়ন ঝলসি যাবে অতৃপ্ত নয়নে তায়
করি দরশন,
হৃদয়ে রাখিলে তায় পাপের পরশে প্রাণ
হইবে চঞ্চল

অভাগা শিবের মত, সমুদ্র মন্থন করি
পিবে হলাহল।
তবু এ আশার নেশা কেন নাহি ত্যাজে হায়
প্রেমিকের মন!
না বুঝে আপন মন কাঁদে পর-পর করি
যাবত জীবন।
নয়নের জলে কভু নিভে কি প্রাণের জ্বালা
ওরে ভ্রান্ত মন!
ও যে প্রেমিকের সাধ, ও সাধ কি মিটে কভু
না হলে মিলন!
ভাঙ্গিলে আশার বৃন্ত কাঁদিয়া আকুল হও
তুমি রে সংসারে;
কত বৃন্ত ভেঙ্গে যাবে কত তরু উপাড়িবে
নিরাশার ঝড়ে!
মুখে বল কেঁদে সুখা, পরাণে কি আছে তোর
দেখছ কখন—
কালের ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাদান করিয়া মুখ
আছে সর্ব্বক্ষণ,
বেঁচে আছ মনে বাঁধা, এখনো সে আছে তোর;
ফুরালে জীবন—

ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি, অতৃপ্ত হৃদয়ে হায়
মুদিবে নয়ন।

নৈরাশ।

এস তবে এই বেলা রমণীরে দুজনায়
যাই সিন্ধু তীরে
হাত ধরাধরি করি হৃদয়ে হৃদয় চাপি
পশি তার নীরে
পুরুষ কঠিন প্রাণ সকলি সহিতে পারি
রমণী তোমার—
নবীন-বল্লরী প্রাণ উত্তাপে শুকায়ে যাবে
পীযূষ তাহার।
সংসারের কোলাহল, বিষম বাজিবে কাণে
নারিবে সহিতে,
নির্ম্মল সিন্ধুর জল, ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
আইস ত্বরিতে।
ওই দেখা যায় দূরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর
চল দুজনায়
শুনেছি ডুবিলে হোথা ইহ জনমের সাধ
জন্মান্তরে পায়

হতাশের বৈতরণি প্রেমিকের তীর্থ ওই
নিদয় সংসারে
যে বিধি সৃজিল জীব বুঝি হতাশের দুখ
স্থাপিল উহারে
মাটির ধরণি যদি সকলি কঠিন হেথা
কি কাজ এখানে
জীবন যাইলে যদি ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি
অতৃপ্ত নয়নে
এস তবে সিন্ধুনীরে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে
হই নিমগন
থাকে যদি জন্মান্তর হব সুখী দুজনায়
পলাই এখন।

অন্তিম বিদায়।

১

একটি লুকান কথা, বলিবার তরে,—
আজ মিলেছি আবার,
ব্রত মম উজ্জ্বাপন, নাহি আর আকিঞ্চন,
ভয় নাই—প্রেমভিক্ষা চাহিব না আর।
এই দেখ তীক্ষ্ণ ছুরি, এই দেখ দৃঢ় ডরি,
এই দেখ বিষপাত্র সম্মুখে আমার,
ততোধিক ভয়ঙ্কর—হৃদয় মাঝার।

২

নহে দেখাবার, তুমি——নারিবে দেখিতে,
আজ প্রাণের ভিতরে—
শত তীক্ষ্ণ ছুরিকায়, শোণিত বহিয়া যায়,
শত ভুজঙ্গের বিষ শিরায় সঞ্চরে
যেই প্রেম পিপাসায়, এত দিন যাতনায়,
কাঁদিলাম—আজ তাহা ছিন্ন ভিন্ন করে,
ফেলিয়াছি হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তরে।

৩

তবে মিলিয়াছি ?—শুধু বলিবার তরে
'তবে চলিনু এখন'—

ঐত দিন দেখা হ'লে, ভাসিতাম আঁখি জলে

থাকিতাম নত মুখে মুদিয়া নয়ন ;

অভাগা অধীর হৃদে, তুমি সশঙ্কিত চিতে,

ছিল সাধ এক দিন খুলিয়া নয়ন—

হাসি মুখে পরস্পরে দিব দরশন।

৪

সেই দিন আজ——সেই সুখের যামিনী—

বাঁধ হৃদয় পাষাণে ;

দাঁড়াইয়া ধীর চিত্তে, নিরখিয়া স্থির নেত্রে,

দেখি আমি, দেখ চেয়ে অভাগার পানে ;

ঘুরিবে নয়নে ধারা, ম্লান হবে শশী তারা,

তথাপি চাহিয়া থেকো আমার নয়নে,

মুদিত না হয় মম আঁখি যতক্ষণে।

৫

সে দিনও এমনি—হায় আছে কি স্মরণ ?

সেও এই নিরজনে—

এই বিমোহিত চক্ষে, এই গদগদ বক্ষে,

দেখিনু তোমার পানে, তৃষ্ণাতুর মনে,

পরাণে বেষ্টিত করে, দেখেছিনু নেত্র ভরে,
সে দিনও ঘুরিল বিশ্ব আমার নয়নে,
প্রণয়ীর এ কি দশা জীবনে মরণে।

৬

কি চ'কে যে দেখিতাম ওই মূর্ত্তি খানি
আজ কি কব তোমায়—
এ পরাণ কি-করিত, এ পরাণ কি-সহিত,
শুষ্ক কণ্ঠে অবিরত দারুণ তৃষ্ণায়—
কি দুখে এ বিষপাত্রে, কি দুখে এ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে,
সাধের জীবন ত্যজি কত যাতনায়—
কি বলিব সে কথা যে ফুটে না কথায়!

৭

ভাসিছে নয়নে আজ অতীত জীবন,
সেই প্রকাণ্ড শ্মশান—
এখনো সে চিতা জ্বলে, সে কঠিন শিলা তলে,
নহে ভস্মীভূত আজো হৃদয় পাষাণ
করি কুলু কুলু ধ্বনি, আজো আশা স্রোতস্বিনী,
প্রবাহিছে তুলি ওই তরঙ্গ তুফান,
এখনো তেমতি দগ্ধ রয়েছে পরাণ।

৮

দিনেকের তরে নাহি যুড়াইল চিত—
হায় নবীন জীবনে !
নিরখি যে কাদম্বিনী, উথলিল এ পরাণী
এখনো সে কাদম্বিনী নিরখি নয়নে,
সেই কমকলেবর, তেমতি নিবিড় থর,
সেই মৃদু গরজন বাজিছে শ্রবণে,
সুধু নাহি বরষিল আমার জীবনে।

৯

আজো সেই কুঝ্ ঝটিকা নহে অপনিত
আজো নারিনু বুঝিতে—
কি ছিল তোমার চ'কে, কি ছিল আমার বুকে,
কেনই ছুটিত প্রাণ এতই তোমাতে ?
কাঁদিয়াছি শুনিয়াছ, মরিয়াছি দেখিয়াছ,
তবু প্রেম বিন্দু দানে কভু না তুষিতে—
তথাপি এ প্রেমসিন্ধু উথলিত চিতে।

১০

মুহূর্ত্তের তরে নাহি পারিনু ভুলিতে—
কিবা দিবস যামিনী ;

ক্ষিপ্ত উল্কালতা মত, ছুটিয়াছে অবিরত,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ওই মূর্ত্তি খানি!
কখনো চীৎকার করে, ফেলিছি যোজন দূরে,
আবার যতনে হৃদে রেখেছি আপনি,
সে বহ্নির শিখা ঘায়, দগ্ধ রেখা চিত্ত ময়,
দহিয়াছি—সহিয়াছি দিবস যামিনী—
তবু মুহূর্ত্তের তরে ভুলিতে পারিনি।

১১

বিদায় জন্মের মত—চলিলাম তবে
যাও—মন্দিরে আপন;
পারিনা দাঁড়াতে আর, দেখি সব অন্ধকার,
অবশ শরীর যেন হইছে পতন,
এখনি জীবন যাবে, তুমি হেথা একা হবে,
স'রে যাও—কায নাই—পাইবে বেদন,
যাছিলে তাছিলে—তবু রমনীর মন!

১২

সাধের সংসার মম, চলিনু ফেলিয়া—
এই অতৃপ্ত জীবনে,
কিন্তু যার তরে হায়, এ দুখে জীবন যায়,
ভাল বেসেছিল সে কি মুহূর্ত্তেও মনে!

রমনীরে বল দেখি, এ জীবনে কখনো কি
দারুণ যন্ত্রণা মম উদিয়া স্মরণে—
এক বিন্দু অশ্রু তোর ঝরেছে নয়নে ?

১৩

শেষ ভিক্ষা রমনীরে. পুরাও আমার,
বল কি ছিল অন্তরে,
সব দুখ ভুলে যাব, আবার সংসারি হ'ব,
একবার বল ভালবাসিতে আমারে,
দেও কর এস কাছে, ক্ষণমাত্র বাকি আছে
শুনিলে সে কথা যদি জীবন সঞ্চারে--
বল প্রিয়ে বল প্রাণ—কিছিল অন্তরে !

১৪

সরেনা বচন আর ফুরায় জীবন
হ'ল অস্থির পরাণ
চির বাসনার ধন, রাখ শেষ আকিঞ্চন,
এস কাছে এক বার কর সম্ভাষণ
কিছুই দেখি না আর, চক্ষে সব অন্ধকার,
কোথা তুমি জীবনের তৃষিত রতন !
বিদায়—বিদায়—যাই জন্মের মতন !

মহাশ্বেতা।

একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে,
রয়েছে অঙ্কিত আজো উজ্জ্বল রেখায়।
তপস্বিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে,
জ্যোৎস্নার ছায়া যথা বনরাজি গায়॥
নিবিড় তনুয়া কিবা, বরাঙ্গের স্ফুট বিভা,
নয়নে বদনে ঘন মাখান মাধুরী।
কল্পনায় সে প্রতিমা, ধেয়ান করিলে তবু,
উঠে ভাবুকের চিতে কি সুখ লহরি॥
কিবা—তপস্বিনী বেশ, কিবা বিষাদের লেশ,
কি গম্ভীর হাব ভাব, কি অমিয়া তায়!
পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি ঝরে,
কি পূত ধারণা তার অঙ্গের সীমায়॥
বিষাদ ভাবনা ভরে, সদত বিষন্ন আঁখি
সুন্দর উরসে কিবা ভাবনা মধুর।
অপাঙ্গে নিরবে ঝরে, মধুর নয়ন জল,
মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর॥
বাঁশরি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল ওই।
ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়া সে সুরে॥

গভীর প্রবাহে মরি মধুর নিনাদ করি।
পড়িল ছড়ায়ে প্রাণ সে কানন পূরে ॥
বিকচ যৌবন ভরে, ঢল ঢল তনু খানি
গভীর বিপিনে একা বসি তপস্বিনী।
পারশে পড়িয়া তার নাথের অচেত তনু
নয়ন রাখিয়া তায় গায় বিষাদিনী ॥
প্রাণ প্রাণ প্রাণ মম, যায় যায় যায় যেরে।
অধরে ফুটিছে শ্বাস বাঁশরির গায়
দ্রবিয়া হৃদয়লোহূ আনত নয়ন যুগে
নিরবে পড়িছে ঝরি সেই যাতনায় ॥
বলরে জগৎ! তোর, বিপুলসংসারে কোথা
আছে সুখ ওইমত রোদনে যা মিলে।
কিবা সে গভীর ব্যথা, মধুরে পরাণে বাজে,
কিবা সে অবশ তনু শোক পরশিলে ॥
কিবা সে স্মৃতির জ্বালা, পরাণ আকুল করে,
কি আবেশে ঝরে জল মুদিত নয়নে।
স্তবধ পরাণে যেন উথলে তরঙ্গরাশি
ঘাত প্রতিঘাতে কত সুখ উঠে মনে ॥
বিধিরে জন্মান্তরে, দিও দুখ হৃদি পুরে
কাঁদিব পরাণ ভরে বসি একমনে।

সংসার বন্ধন গুলি দিও জন্মান্তরে খুলি
দিও কিন্তু আশা তৃষ্ণা ঢালিয়া জীবনে ॥
আধ লাজ আধ ক্ষুধা দিওনারে হেন দ্বিধা
পরাণ ভরিয়া যেন পারি কাঁদিবারে।
অমনি বাঁশরি গলে পরাণ ঢালিয়া দিব
ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে ॥
পাতায় লতায় মূলে, ও গীত যেমনি বাজে,
যেমনি কানন পুরে উঠে প্রতিধ্বনি।
আমারো সে গীত যেন, বাজে নর নারী প্রাণে
সংসার পুরিয়া যেন উঠে সে নিক্কনি ॥
ওই শুন তপস্বিনী রাখিয়া বাঁশরি খানি
সজল নয়নে চাহি শবের বদনে।
না পরশি তনু তার, সুধুই নয়নে হেরে,
কি তৃষ্ণা-পূর্ণিত দৃষ্টি ঝরে ও নয়নে ॥
নাথের যুগল আঁখি, পল্লবে রয়েছে ঢাকা
গভীর নিদ্রায় যেন রয়েছে মুদিত।
বিকসিত ওষ্ঠাধরে বিরাজে রক্তিম রাগ
বদন মণ্ডল যেন ভাষায় জড়িত ॥
সে মৃণাল ভুজদ্বয় অলসে অবস যেন
সেই পদ্মরাগ শোভে বিশাল উরসে।

প্রশস্ত ললাট খানি শান্ত স্বেদ ক্লেদ হীন
প্রসারিত যেন ঘোর নিদ্রার পরশে ॥
জীবিত এখনো যেন, নিদ্রিত সুধু কি তবে
সে কিরে বিষাদ কেন এতই নিষ্ঠুর।
তপস্বিনী প্রিয়তমা এদীর্ঘ বৎসর ধরি,
কাঁদিছে পারশে তবু নিদ্রা নহে দূর ॥
জাগ জাগ পুণ্ডরিক দেখরে নয়ন মেলি
কি রত্ন পড়িয়া আজ পারশে তোমার।
স্বরগের পারিজাত, মরতের কহিনুর
এ রতন তুলনায় সকলি সে ছার ॥
কে বলে তাপস তোমা, কে বলে ভিখারি তুমি
কি নরেন্দ্র কি দেবেন্দ্র কাহার ভাণ্ডারে।
আছে ও অমূল মণি, আছে ও প্রেমের খনি,
ও অশ্রু রয়েছে বিশ্বে আর কার তরে ॥
কোন ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল
অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে।
কি শিক্ষা শিখিয়াছিলে, কি মন্ত্র আয়ত করি
এমন দুর্লভ রত্নে সঞ্চয় করিলে ॥
অভাগা কবির ভাগ্যে সাধ্য কি সে দৃঢ় ব্রত ?
কি কঠিন পণ তায় কিবা সে আচার।

সাধি যদি যুগে যুগে ধরি সে কঠোর ব্রত
ফলিবে কি সে তপস্যা অদৃস্টে আমার ॥
পুণ্যবান পুণ্ডরিক পুণ্যবতী মহাশ্বেতা
জগতের রম্য ছবি তোমরা দুজন।
কালের বিশাল বক্ষে এমনি মধুর ভাবে
বিরাজিবে চির দিন যাবত ভুবন ॥

জীর্ণ ঘাট।

১

বসি তরণীর ছাদে সায়াহ্ন সমীর
বহিতেছে ঝুরু ঝুরু শীতলি শরীর।
প্রকৃতি বৈভব তরু তুলি উচ্চ শির,
নরের বৈভব হর্ম্ম ঘাটের প্রাচীর
শোভিছে দুই কূল, জাহ্নবীর জল
ভগ্ন সোপানের অঙ্গে, আঘাতি প্রবল
কহিতেছে কলস্বরে—কিছু দিন আর
"আমার গরভে শেষে নিয়তি তোমার"
"অনিত্য নর বৈভব দুদিনে ফুরায়।"
"বিধির বৈভব নিত্য সতত অক্ষয়।"

নিরব যন্ত্রের তার অঙ্গুলি প্রহারে
যেরূপ বাজিয়া উঠে—অবশ অন্তরে--
তেমতি এ স্রোতধ্বনি উঠিল বাজিয়া,
দেখিলাম চতুর্দ্দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া।
একটি প্রাচীন ঘাট ভগ্ন কলেবর
আরুণ্য লতায় পূর্ণ উন্নত শিখর।
সোপানের শিলা খণ্ড গিয়াছে পড়িয়া
প্রাচীরের স্থানে স্থানে গিয়াছে ধসিয়া,
সেই ভগ্ন শিলাখণ্ডে জাহ্নবীর জল
অবিশ্রান্ত প্রহারিছে তরঙ্গ প্রবল।

২

গিয়াছে বৈভব তবু নিদর্শন তার
কালের কলঙ্ক মাখা সম্মুখে আমার।
চিতাপার্শে বংশখণ্ডে কলসি যেমন
শবের দাহন স্থান করে নিদর্শন ;
তেমতি এ জীর্ণঘাট তুলি ভগ্ন শির
দেখাইছে বৈভবের সমাধি মন্দির।
নিম্মাইল ঘাট যেই কোথা সেই জন,
সৃজিল যাহারা কোথা তাহারা এখন।
যে যায় রাখিয়া কীর্ত্তি সুখী সেই জন,

বংশধর তার সুধু নিরখে পতন।
কুলাঙ্গার বঙ্গবাসী আর্য্যের সন্তান
সোণার ভারতে আজ দেখিছে শশ্মান।
নাহি শিল্প ইতিহাস নাহি নিদর্শন,
উপকথা ভারতের গৌরব এখন।
কালের কলঙ্ক মাথা দুচার নগরী
বিরাজিছে ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি ধরি
ব্যাস বাল্মিকীর গ্রন্থ সুধু ইতিহাস
সভ্য ইউরোপ তাহা করেনা বিশ্বাস।
আর হতভাগ্য কবি তোমার কপালে
দহিতে লিখেছে বিধি এই দুখানলে।

৩

কি দেখিব কি ভাবিব সম্মুখে আমার
এই যে বিপুল বিশ্ব সুধু যন্ত্রণার।
সুনীল অম্বর পথ মস্তক উপরি
রবি শশী তারা বায়ু সলিল লহরি,
বিধির স্বজন যদি সকলের তরে
আপন বলিতে তাহা কেন চিত্ত ডরে ?
অধম বাঙ্গালি জাতী শিখেছি এখন
ভাবিতে মহৎব্রত উচ্চ আকিঞ্চন।

কিন্তু হায় সে ভাবনা সুধু যন্ত্রণার!
বিষম প্রমাদ ঘটে হৃদয় মাঝার।
শিখিয়াছি বিদেশীর সকল আচার,
শিখি নাই সুধু সেই উদ্দীপনা তার।
পেয়েছি জ্ঞানের বাতি পেয়েছি বাসনা,
পাই নাই সুধু সেই গভীর সাধনা।
নাহি চাহি রাজ্য পদ, নাহি চাহি ধন
নাহি চাহি ছাই ভস্ম সভ্যতা এখন,
যা পেয়েছি যা শিখেছি যথেষ্ট আমার;
দেখাইয়া দেও এবে পথ সাধনার।
তৃণের অধম হ'য়ে সুখের সংসারে
আর্য্যসুত বঙ্গবাসীভ্রমিতে না পারে!!

৪

না জানি কি ভাগ্য দোষে দুর্দ্দশা এমন
বঙ্গ ভাগ্যে শুভদিন ঘটেনি কখন
স্বর্ণপ্রসু চিরদিন, তবু ভিখারিণী
বহু পুত্রবতী, তবু পরের অধিনী।
রাজা রাজ্য ধন ছিল, মন্ত্রী বিচক্ষণ
শস্ত্র শাস্ত্র বুদ্ধবল, ছিল বিলক্ষণ।
যাহে বিদেশীর আজ এতই প্রভাব

বাঙ্গালার সে সকল ছিলনা অভাব।
তবু কেন ইতিহাসে করি দরশন
বাঙ্গালীর নামে এত কলঙ্ক লেপন!
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে
কাঁদে কেন গ্রন্থকার বাঙ্গালার তরে!
সপ্তদশ অশ্বারোহী শেষ বঙ্গেশ্বরে
শুনিয়াছি বিনা যুদ্ধে পরাভব করে।
সপ্তদশ শত সৈন্য যাহার দুয়ারে
আপনি কমলা বাঁধা ছিল যার ঘরে।
পলাল সে বিনা যুদ্ধে ত্যজি বস বাস
সে কথা কেমনে আজ করিব বিশ্বাস।
বোধ হয় অভাগার পারিষদ যত
আছিল কৃতঘ্ন মিরজাফরের মত।

৫

যাহ'বার হইয়াছে এবে দুর্নিবার
অতীতের যবনীকা উঠিবেনা আর।
কিন্তু এই জীর্ণঘাট জীবন্ত প্রমাণ
উর্দ্ধঃ অধঃ জগতের নিয়ত বিধান।
চিরকাল বাঙ্গালার এ দুর্দ্দশা নয়
একদিন বাঙ্গালির ছিল অভ্যুদয়।

ইতিহাস?—ছাই ভস্ম করিনা বিশ্বাস
বিদেশীর কয়খানা সত্য ইতিহাস।
নয়নেও দেখেনি যে বাঙ্গালা কখন
সে'ও বাঙ্গালীর মুণ্ড করেছে ভক্ষণ।
অধম মেকলে আসি দিন দুই তরে
নিন্দিয়াছে বাঙ্গালীরে অক্ষরে অক্ষরে।
সভ্য ইউরোপ যাহা করে আবিষ্কার
মূর্খ বাঙ্গালীর তাহা অভ্রান্ত বিচার।
সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের সুশিক্ষিতগণ
করিতেছে স্বজাতীর কলঙ্ক কীর্ত্তন।
এহ'তে বঙ্গের ভাগ্যে ঘৃনিত কি আর
লিখিয়াছে একজন কবি বাঙ্গালার।
যদিও কলঙ্ক রাশি আছে তব গায়
তবু ভাববাসি আমি * * * তোমায়

ইচ্ছা করে একবার করি দরশন
কিবা ছিল পুরাকালে কি নাই এখন।
বিদারি জাহ্নবীবক্ষ সমুদ্র অতল
দেখি সময়ের স্রোত কোথায় অচল।
ভেদিয়া অম্বররাশি দেখি একবার

যে যায় চলিয়া কিবা পরিণাম তার !
প্রাচীন আর্য্যের যদি পাই দরশন,
জিজ্ঞাসি বারেক তাঁয় বৃত্ত পুরাতন।
অথবা দাঁড়ায়ে শূন্যে প্রকাশি শকতি,
নিবারিতে পারি কি না সময়ের গতি।
কিম্বা যদি বিধাতার পাই দরশন,
দেখে লই ভারতের অদৃষ্ট লিখন।
পুনভাবি অবগাহি সাগরের জলে,
গভীর তরঙ্গ তার দিই বঙ্গে ঠেলে।
হিমাদ্রি শিখর ধরি করি আকর্ষণ,
আচ্ছাদিয়া বঙ্গদেশ হউক পতন।
কিন্তু কৈ আমিত সে বাঙ্গালী দুর্ব্বল !
কোথা পাব সে দুর্জ্জয় অমরের বল !
সে বিক্রম—সে—সাহস থাকিলে আমার
কেন আজ নেত্রে ঝরে অশ্রু অনিবার !

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়।

১

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়।
দূর হতে ম্লান মুখে, না চাহিলে আমা পানে,
ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায়।
বুঝাতেম হৃদয়েরে, ত্যজিতাম এ দুরাশা,
'অভাগিনী' না বলিলে কথায় কথায়॥
ভুলিলে সে সুখে রবে, সে কথা বলিত যদি,
ভুলিয়ে হ'তেম সুখী কিন্তু তাত নয়।

২

সেই নিশি—সেই কক্ষ—সেই দরশন!
মনে হ'লে বক্ষঃস্থল, এখনো ফাটিয়া যায়,
পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন।
বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি, দাঁড়াইয়া বাতায়নে,
মথিত হইতেছিল অন্তর তখন।
অদূরে বসিয়া মম, জীবনের বৈতরণী,
হৃদয় সমুদ্র মোর, করিছে মন্থন॥

৩

কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়া বদনে।
দাঁড়াইয়া কি বলিল, পশিলনা শ্রুতি মূলে,
চলে গেল কক্ষান্তরে--আমি শূন্য মনে,
ভাবিনু চীৎকার করে, বলি তায় কোথা যাও,
আছাড়ি চরণ প্রান্ত করিব বেষ্টন।
খুলিয়া শানিত ছুরি, বিদারিব বক্ষঃস্থল,
নিষ্ঠুর সরমে নাহি সরিল বচন॥

৪

দেখিলাম কতক্ষণ মুক্ত বাতায়নে।
বিদ্ধ বিহঙ্গিনী মত, আঁধার সে কক্ষ্যান্তরে,
ভ্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে॥
অবস চরণে পুন, দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে,
নিরখিল কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে।
কাতরে ডাকিনু তায়, দিল না উত্তর তবু,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস পশিল শ্রবণে॥

৫

পরদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে।
হৃদয়ের সিন্ধু মম, উথলি উঠিতেছিল,
অশ্রুময় নেত্রদ্বয় হতাশ রোদনে॥

ছিন্ন লিপি একখণ্ড, সহসা পশিল করে,
সিহরিয়া খুলি তায় পড়িনু যতনে।
প্রতি ছত্রে লেখা তার, 'বড় অভাগিনী আমি,'
"কেন হেন ভাব তব উপজিল মনে॥"

৬

ইচ্ছা হোল ভেঙ্গে ফেলি তখনি হৃদয়।
নূতন করিয়া গঠি, প্রথমে যেমন ছিল,
ভুলে যাই জন্মশোধ দুখের প্রণয়॥
সে কাঁদিবে চিরদিন, আমিও কাঁদিব সদা,
সুখের সংসার হবে দুখের নিলয়।
প্রাণের ভিতর দেখি, শিহরি উঠিল মন,
উথলিছে শতসিন্ধু প্লাবিয়া হৃদয়॥

৭

নহে দিন—নহে মাস নহেক বৎসর।
পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে রাখিয়াছিনু,
এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর॥
কখনো সন্যাসী হ'য়ে, ভাবিয়াছি ধাই বনে,
না দেখি ভুলিব তায় যুড়াবে অন্তর।
দৃঢ় রজ্জু—তীক্ষ্ণ বিষ, হাতে করি দাঁড়ায়েছি,
জীবনের সন্ধিস্থলে হইয়া কাতর॥

৮

দারুণ যন্ত্রণা এত সহি নিরন্তর।
তবু কি ভুলিতে তায়, পারিয়াছি একদিন,
তবু কি যাতনা কভু ভেবেছি কঠোর!
তাহার ভাবনাগুলি, যতনে রাখিলে বুকে,
তবু যেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর।
এ স্মৃতি হইলে লোপ, কি লয়ে পরাণ রবে,
শূন্যময় মরুভূমি হইবে অন্তর!

৯

কিন্তু যার তরে এই জীবন কাতর।
ভবের ভিখারি সাজি, যৌবনে সন্ন্যাসী হ'য়ে,
যার প্রেম সাধনায় ব্রতী নিরন্তর!
সে আজ নিষ্ঠুর মনে, বলে কি না 'ভুলে যাও,'
কিসে নিরমিলে বিধি নারীর অন্তর!
কঠিন পাষাণ'ও গ'লে, অবিরত বিন্দুপাতে,
রমণী হৃদয় কি হে তাহ'তে কঠোর!

১০

চিনিলে না রমণীরে এপ্রেম কেমন।
বুকভরা ভাল বাসা, দিয়েছিনু হাতে তুলে,
যুবকের সুধাপূর্ণ নবীন জীবন।

বুক চিরে রাখিতাম, সোহাগে মণ্ডিত করি,
মরতের বৈজয়ন্ত দেখিতে কেমন—
আপনি কাঁদিবে দুখে, কাঁদাইবে অভাগারে,
নিরাশায় যাবে সখি দুইটি জীবন ॥

১১

কোন্ কথা প্রিয়তমে হইব বিস্মৃত।
অতীত ঘটনা গুলি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
অঙ্কিত রয়েছে যেন চিত্রিতের মত ॥
পঞ্চম বৎসর আজ, নিভৃত চিন্তায় বসি,
জড়ায়েছি আশালতা হৃদয়েতে কত!
সাধের সে ভালবাসা, সেই মধু মাখা আশা,
ভুলে যাও বলিলে কি হবে অন্তরিত ॥

১২

জীবনের রঙ্গভূমে প্রথমে যখন—
বিশ্ব বিমোহিনী রূপে, প্রবেশিলে ধীরে ধীরে,
সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ ॥
দুইটি বৃহৎ আঁখি, অনিন্দ্য বদন খানি,
নিরখিয়া কি চঞ্চল হয়েছিল মন!
অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই, প্রথমে দেখিয়াছিনু,
অতৃপ্ত হৃদয় সেই রহিল এখন ॥

১৩

রূপ লালসায় নহে সে চিত্ত চঞ্চল
তাহ'লে অনেক ছিল, সে সাধ মিটিয়া যে'ত,
তাহ'লে নয়নে আজ ঝরিত না জল।
নারীর অধিক ভাবি, দেখেছিনু মুগ্ধ নেত্রে,
নরের অধিক হ'য়ে হয়েছি বিফল।
সুধুই বাসিলে ভাল, ভুলিয়ে যেতাম তোমা,
সুধু ভালবাসা এত হয় না অটল।

১৪

অভিমানে পরিপূর্ণ পুরুষের মন।
প্রতিদান নাহি পেলে, প্রণয় শুখায়ে যায়,
ঘৃণায় প্রেমের বেগ করে সম্বরণ।
প্রবৃত্তির তীব্র স্রোত, অহঙ্কারে চূর্ণ হয়,
সময়ে চিত্তের গতি করে নিবারণ।
বন্ধুত্বে তাচ্ছিল্য সখি, অন্তরে বড়ই বাজে,
সে যন্ত্রণা পুরুষের বড় নিদারুণ!

১৫

নিরব যন্ত্রণা তুষানলের মতন।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, নিরন্তর দগ্ধ করে,
ভাষায় নাহিক তার একটি বচন।

স্বর্গের অমিয়া আনি, যদি কেহ দেয় হাতে,
সে দুখীর তৃপ্তি তাহে হয় না সাধন।
ফুটিতে পারে না ব'লে, যাতনা দ্বিগুণ তার,
নির্জ্জন রোদনে তার স্বধু আকিঞ্চন।

১৬

সেই নিদারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার।
এই যে বিদীর্ণ বুক, এই যে অনন্ত দুখ,
এই ভিখারীর বেশ—এই নেত্রাসার।
এই আত্ম বলিদান, এ সংসার বিষজ্ঞান,—
রমণীরে অভিনেতা তুমিই তাহার।
বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম,
ভাল প্রতিদান সখি পাইলাম তার!

নিশীথ ধ্বনি।

প্রশান্ত গগণ অনন্ত সুনীল
শীতল চন্দ্রমা ভাসিছে তায়।
উজ্জ্বল নক্ষত্র ছড়ুরিয়া কিরণ
শোভিছে সুন্দর নীলিম গায়॥
শুভ্র মেঘ খণ্ড গগণের কোলে
সাগর হৃদয়ে তরণি প্রায়।
চলেছে নিরবে ভাসিয়া ভাসিয়া
স্থাবর জঙ্গম নিরবে রয়॥
শূন্যে তরু শির চিত্রাঙ্কিত মত
নিরবে শীতল পবন বয়।
সকলি মধুর, সবি স্বপ্ন মাখা
সকলি নয়নে মিশায়ে রয়॥
সংসার যাতনে কাতর পরাণ
তাই সে অন্তরে আয়াস করি।
প্রাসাদ শিখরে করিনু শয়ন
মোহিল হৃদয় সেরূপ হেরি॥
চিন্তার লহরি ছুটিল অন্তরে
প্লাবিল হৃদয় ডুবিল মন।

বাহ্যদৃশ্য ভুলি গভীর চিন্তনে
হেরিনু জাগ্রতে কত স্বপন!
অতৃপ্ত বাসনা শোকের দংশন
আশার উল্লাস প্রণয়ের সুখ।
নৈরাশ্য অনল ধন মান যশ
স্বজাতীর দশা বিধবার দুখ।
ধর্ম্মের বিজ্ঞান বিজ্ঞান মরম
জীবের উদ্দেশ্য চিত্তের গতি।
কাল পরকাল বিশ্ব বিরচন
দেহান্তে জীবের কিবা সে স্মৃতি।
ভাবিতে ভাবিতে অস্থির পরাণ
জাগিল অন্তরে কতই ভাবনা।
ভূত বর্ত্তমান করিয়া স্মরণ
উথলিল পুন বিস্মৃত যাতনা॥

উচ্ছাশ।

হায় রে মানব কোন সুখে ভুলি
বিহরিছ ভবে বুঝিতে নারিনু।
পার্থিব বৈভবে এ পোড়া কপালে
নিরমল সুখ কভু না হেরিনু॥

বল রে হৃদয় আশার প্রমাদে
ভ্রমিলে সংসারে এত দিন ধরি।
কি ফল পাইলে কি সুখ লভিলে
বাড়াইলে তৃষ্ণা সুধু সাধ করি॥
কিশোর জীবনে সুগন্ধ কুসুম
হেরি মুগ্ধ নেত্রে বাড়িল বাসনা।
না শুনি বারণ ছুটিলে উল্লাসে
কোথায় এখন সে সুখ বল'না॥
কেবলি পুড়িলে অনল উত্তাপে
দিনেক যুড়াতে নারিলে যাতনা।
ফাটিল হৃদয় জীবন ফুরাল
মিটিল কি তব সাধের কামনা?
কণ্টক কানন এ ভব সংসার
সাধের রতন দুর্লভ তায়।
কোথা সুখ হেথা যাতনা কেবলি
মন মত ধন কে-ব'ল পায়॥
মায়া মোহ প্রেম সুধু বিড়ম্বনা
যশ মান ধন মিছার সকল!
সকলি অরধ না মিটে পিপাসা
বাসনায় সুধু উপজে গরল॥

আবার ভুলিনু নীল নভ তলে
সেই শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যায়।
কখন আঁধার কভু সমুজ্জল
তারকার দল গগন গায়॥
সেই শূন্য পটে পাদপের শ্রেণী
সেই চারুশশী নিরবে হাসে।
সেই সুমধুর প্রকৃতি মাধুরী
নিরব শোভায় নয়নে ভাসে॥
দূরে ভাগিরথী রজত মেখলা
ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিছে তায়।
পদ্ম সরোবর প্রাসাদের মূলে
চন্দ্র কর লেখা মাখিয়া গায়॥
সুখ মাত্র এই দুখের জগতে
চারু নিরমল প্রকৃতি শোভা।
তাপিত পরাণে উদাস নয়নে
সুধু এই ছবি মানস লোভা॥
যখনি বিষাদে কাঁদিবে পরাণ
এই গৃহ চূড়ে বসিব আসি।
এমনি করিয়া পরাণ ভরিয়া
হেরিব চাঁদের বিমল হাসি॥

কোথা সুখ আর নিরস সংসারে
নৈশ গগনের নীলিম গায়।
নয়ন রাখিয়া পরাণ খুলিলে
নিরমল সুখ উপজে তায়॥

এই কি উত্তর তার?

১

এই কি উত্তর তার?—
হৃদয় ফাটিয়াছিল সে লেখনী ধরে।
গিরি নিস্রাবের সম, প্রাণের যাতনা মম,
পতিত হইয়াছিল অক্ষরে অক্ষরে,
হৃদয় শোণিতে শিক্ত জ্বলন্ত অঙ্গার,
বর্ণে বর্ণে ঝরিয়াছে কেবল তাহার,
জীবনের চিতা—সেযে প্রাণের—শ্মশান
মর্ম্মভেদী যাতনার উন্মত্ত তুফান,
তৃষ্ণার চীৎকার তাহা—আশার নির্ঝর,
সেই লেখনীর হায় এই কি উত্তর!

২

হয় তুমি জ্ঞানহীনা—নয়ত পাষাণী,
সে বেদনে—সে রোদনে, তব নিদারুণ মনে,
নহিল কি প্রতিঘাৎ—নহিল কি ধ্বনি!
কিবা ভিক্ষা—কিবা দান—কি তব লেখনী
কিবা আশা—কি পিপাসা—কি দিলে রমণি!
বিরহ, নৈরাশ—সেত প্রেমিক-ভূষণ,
অতিথীর অনাদর বড়ই ভীষণ,
সেত ভিক্ষা,—অতিথীর নাহি কি সম্মান!
মিষ্ট ভাষে ছিল নাকি তার প্রত্যাখ্যান!

৩

যা—দিয়েছি—তা চেয়েছি—সুধু প্রতিদান,
পরাণে প্রভেদ নাই আশা পূর্ণ দুজনাই,
জীবনে—যৌবনে—সুখে উভয়ে সমান,
দিয়াছিনু নিরমল পবিত্র হৃদয়,
সকাতরে চেয়েছিনু তারি বিনিময়,
পূজিয়াছি দীর্ঘকাল ভক্তের মতন,
ভাবনায় যন্ত্রণায় করেছি রোদন,
সে তপস্যা—সে যন্ত্রণা—ছিলনা তোমার,
প্রতিদান—প্রত্যাখ্যান—আয়ত্ব দাতার।

৪

মানুষের মন মম—যুবার হৃদয়,—
যদিই অতৃপ্ত বুকে, যদিই উন্মত্ত চ'কে,
চেয়েছিল দুরলভ তোমার প্রণয়—
ছিল না কি আত্মাদর, ছিলনা কি মান,
প্রেমের ভিখারি ফিরে তৃণের সমান!
দিতে প্রেম—নিত বক্ষে পরম যতনে,
নাহি দিতে—ফিরে যে'ত সজল নয়নে;
কেঁদেছি দুদিন—নয় কাঁদি চির দিন,
হইতাম কালবক্ষে বিষাদে বিলীন!!

৫

'তস্কর'—'পামর'—নই, নই 'দুরাচার'
সুধু অবিচল মনে, দীর্ঘকাল সঙ্গোপনে,
দগ্ধ চিত্তে করেছিনু তপস্যা তোমার!
অবিরত দেখিতাম তৃষিত নয়নে,
যাপিতাম দিবানিশি হতাশ রোদনে,
আঁখির মিলনে কিম্বা মুখের বচনে
কাঁদিতাম—মরিতাম—বাঁচিতাম মনে;
ছিলে তুমি অধিষ্ঠাত্রী হৃদয়ে আমার,
ছিনু আমি উপাসক উন্মত্ত তোমার।

৬

নাহি প্রয়োজন আর সে সবে এখন,
সে হৃদয় নহে তব, করিবেনা অনুভব,
বধিরে শুনে না কভু দুখীর রোদন,
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে অনল শিখায়
হাসে উন্মাদিনী শিখা উল্লাসে তাহায় ;
ভগ্নতরি মগ্নহয় সাগরের জলে
নাচিয়া নাচিয়া তায় তরঙ্গ উথলে ;
এ জগতে রমণীর নির্দ্দয় হৃদয়
স্বার্থ ত্যাগ—আত্মদানে বিগলিত নয়।

৭

কিন্তু পরিণাম ভাবি কেঁদে ওঠে মন,
সবি যেন নিরদয় প্রাণ যেন শূন্যময়,
বিগত প্রণয় যেন অলীক স্বপন !
এত যত্নে—এতকষ্টে—এতদিন ধরে,
পূজিলাম যে প্রতিমা ভকত অন্তরে,
সেই হৃদে—সে প্রতিমা বিরাজে এখন
আকাশ-কুসুম কিম্বা স্বপ্নের মতন !
মনে হয় ভাবি আজ কখনো—যেমন—
দেখি নাই—ভাবি নাই—তোমার বদন।

৮

ইচ্ছা করে খুলে ফেলি স্মৃতির দর্পণ।
যে হৃদয় ছিল আগে, যে ব্যথা এখনো জাগে,
ভুলে যাই একেবারে জন্মের মতন,
হৃদয় বিহীন হোক্ জীবন আমার,
রুদ্ধ হোক্ একেবারে ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
যা দেখিব—দেখি যেন সুধুই নয়নে,
যা শুনিব—শুনি যেন সুধুই শ্রবণে,
উন্মাদ্—চেতনা শূন্য—অথবা পাষাণ
মাদকতা শূন্য হোক আমার পরাণ।

৯

এতদিনে জীবনের লীলা অবসান।
কিন্তু চিরদিন তরে, এই ছায়া বক্ষে করে,
কেমনে ভ্রমিব ভাবি কেঁদে ওঠে প্রাণে!
মানবের আশা সুধু জীবন-বন্ধনী!
সেই আশা অকাতরে ছিঁড়িলে রমণী!
সিন্ধু নীরে স্রোতাধীন তৃণের মতন
ভাসিব কালের বক্ষে যাবত জীবন;
যে তুমি সে তুমি রবে—আমার হৃদয়—
এ জীবনে—রমণীরে যুড়াবার নয়।

১০

কি করিলে রমণী রে হ'তে অভাগার।
যা বলিবে তা করিব, যা চাহিবে তাই দিব,
মন দিব—প্রাণ দিব জীবন আমার ;
পথের ভিখারি হ'লে যদি তোরে পাই,
এখনি বৈভব ত্যজি হইবরে তাই,
ঐশ্বর্য্যে মিলায় কিরে তোমা হেন ধন ?
সঞ্চয় করিতে রত্ন খোয়াব জীবন,
যা আছে দিয়াছি. যাহা নাই তাও দিব
পুরাতে বাসনা তব জীবন খোয়া'ব।

১১

সাধের বাসনা সে যে পারি না ভুলিতে।
প্রাণের পিপাসা দিয়ে আঁকিয়াছি এ হৃদয়ে,
যে মূর্ত্তি তোমার—সে যে পারি না ভুলিতে!
না হয় সন্যাসী হয়ে রহিনু প্রান্তরে
যুড়াবে কি ব্যথা তায় দিনেকের তরে ?
হিমাদ্রি শিখরে কিম্বা সাগরের তীরে
নিবিড় কাননে কিম্বা নিভৃত কুটিরে,
যথায় তথায় যাই হৃদয় আমার,
কাঁদিবে রমণী এই দুখে অনিবার।

১২

এই যদি অভাগার অদৃষ্ট লিখন !
এমনি কঠিন যদি, রমণী তোমার হৃদি,
একটি বাসনা মম করিও পূরণ,
ভীম যাতনায় যবে কাঁদিবে পরাণ,
দূরে থাকি দেখে যাব তোমার বয়ান,
স্থির হ'য়ে একবার তুলিয়ে নয়ন,
সে সময়ে রমণী রে দিও দরশন,
যে ঘৃণায় কলঙ্কিত করিলে লেখনী,
সে ঘৃণা তখন চ'কে তুলনা রমণী।

মুমূর্ষু শয্যায় ভার্য্যা।

রমণীর শীর্ণদেহ নিষ্প্রভ নয়ন।
রক্তশূন্য—শ্বেতবর্ণ বিমল বদন,
চাহিয়া নাথের পানে দৃষ্টি অচঞ্চল,
নিরবে অপাঙ্গে ঝরে নয়নের জল,
শুষ্ক ওষ্ঠাধর দুটি ঈষদ কম্পিত,
প্রাণের যন্ত্রণা যেন উহায় অঙ্কিত,

যুবক পারশে বসি সজল নয়নে
নির্নিমেষে নিরখিছে প্রিয়ার বদনে,
করে কর, চোকে চোক, কাঁদে দুজনায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা মুখে না সুধায় ;
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস করি চিবুক ধারণ,
'প্রাণেশ্বরি' বলি যুবা করিল চুম্বন,
বেষ্টিয়া সে ক্ষীণবাহু নাথের গলায়,
প্রা'ণেশ্বর বলি নারী উত্তরিল তায়,
'প্রাণাধিকে—প্রিয়তমে' যুবক ডাকিল,
'প্রাণাধিক—প্রিয়তম' নারী উত্তরিল,
'প্রাণামার কোথা যাও আমায় ফেলিয়া'
'এস বুকে—রেখে দিই হৃদয় চিরিয়া'
"কোথা যাও—যাও কোথা-কোথা যাও চলি"
শিহরি উঠিল নারী 'প্রাণেশ্বর' বলি,
অমনি বদন তুলি শঙ্কিত নয়নে
চাহিয়া দেখিল যুবা রমণী-বদনে,
নয়নের তারাদুটি হয়েছে চঞ্চল
উথলিছে নেত্র কোণে নয়নের জল,
পার্শ্ব ফেরে—হস্তপদ করে প্রসারণ,
কাতরে উচ্চারে মুখে অস্ফুট বচন ;

নয়নের মণি ক্রমে ঢলিয়া পড়িল,
চীৎকার করিয়া যুবা হৃদয়ে ধরিল,
বদনে বদন চাপি পুন উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিতে লাগিল যুবা প্রিয়ায় কাতরে,
'চেয়ে দেখ—ফেটে' যায় হৃদয় আমার
'কথা কও—খুলে ব'ল কি ব্যথা তোমার
'প্রাণেশ্বরি ! প্রাণাধিকে। জীবন আমার'
নাহি উত্তরিল কিন্তু সে রমণী আর,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি বদনে বদন
নাথের কোলেতে বালা ত্যজিল জীবন,
প্রেয়সির প্রাণশূন্য বদন দেখিয়া
লুটায়ে পড়িল যুবা চীৎকার করিয়া,
নিরবে কাঁদিয়া যুবা কতক্ষণ পরে
স্থির নেত্রে নিরখিল শবের অধরে।
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় নিশ্বাস গভীর
হৃদয় পিঞ্জরে প্রাণ শোকেতে অধীর,
প্রেয়সির প্রাণশূন্য নির্ম্মল বদন
দেখিতে দেখিতে যুবা কহিল তখন—
"চলিলে কি প্রাণাধিকে নিতান্ত চলিলে ?
হতভাগ্য প্রাণেশের কি দশা করিলে ?

"প্রেয়সিরে কোন সাধ হ'লোনা পূরণ
নবীন যৌবনে প্রিয়ে ত্যজিলে জীবন!
দহিলে স্থধুই রোগে লভিলে কি সুখ?
এ জীবনে চিরদিন রবে যে এ দুখ।
চেয়ে দেখ—কথা কও প্রেয়সি আমার
মা-মা-বলি পুত্র কন্যা কাঁদিছে তোমার,
কি ব'লে বুঝাব বল অবোধ সন্তানে,
কি ব'লে বুঝাব প্রিয়ে আপনার প্রাণে!
কাঁদে প্রাণ—ফাটে বুক—অয়ি প্রাণাধিকে!
খোল আঁখি—দেখিচেয়ে অভাগার দিকে,
শৈশবে হারায়েছিনু জননী রতন
এই মুখ খানি দেখি যুড়াত জীবন,
নাথ বলি প্রেমভরে ডাকিতে যখন
হৃদয়ে হইত যে রে সুধা বরিষণ!
সে কথা ভুলিব কিসে বলনা আমায়—
প্রিয়তমে—প্রাণাধিকে পরাণ যে যায়!
নিতান্ত কি ফুরাইল তোমার জীবন?
নিতান্ত ত্যজিয়া কিরে কর পলায়ন?
এখনো যে মুখ খানি তেমতি সুন্দর!
সেই আঁখি সেই নাসা সেই ওষ্ঠাধর!

"কি যেন বলিবে ভাব—এখনো অধরে,
বল প্রিয়ে—বল প্রাণ—কি সাধ অন্তরে!
পুরাইয়া শেষ বাঞ্ছা প্রেয়সি তোমার
সার্থক হউক দগ্ধ জীবন আমার,
কৈ প্রিয়ে! এখনো যে রহিলে নিরব?
তবে কি এ মুখ শশী কেবলিরে শব!
বুঝিয়াছি প্রিয়তমে হায় বুঝিয়াছি,
ইহ জনমের তরে তোরে হারায়েছি!
যাও প্রিয়ে—যাও প্রাণ—প্রাণাধিকে যাও
স্বর্গের বিমল সুখে জীবন যুড়াও,
রোগের দারুণ জ্বালা সেখানেতে নাই,
সুস্থ দেহে ফুল্ল মনে রহিবে সদাই;
অতি নিরমল স্থান পবিত্রতা ময়
তোমা হেন রমণীর প্রকৃত আলয়;
হও অগ্রসর—যদি থাকে পুরস্কার
জন্মান্তরে দুজনায় মিলিব আবার"।

ফুরাইল আশা কিন্তু ফুরাল'না প্রেম।

১

সে দিনো প্রকৃতি এমনি সুন্দর,
সে দিনো গগনে এই শশধর,
সে দিনো উদ্যানে কুসুম নিকর,
প্রথম যেদিন বাসিনু ভাল;

২

বহিল এমনি শীতল সমীর,
বিহ্বল এমনি সরসির নীর,
ছিল বসুন্ধরা এমনি অধীর,
প্রথম যেদিন বাসিনু ভাল।

৩

সকলি তেমতি রয়েছে এখন,
সুন্দর তেমতি সে নিকুঞ্জ বন,
লুকারে যথায় করিনু রোদন,
প্রথম যেদিন বাসিনু ভাল।

৪

উন্মত্ত হৃদয়ে মুদিয়ে নয়ন,
যে তৃণ শয্যায় করিয়ে শয়ন,

চিত্রিলাম হৃদে সেচারু বদন
সে তৃণ এখনো আছে শ্যামল,

৫

চাহিয়া চাহিয়া যে নীরদ পানে
এই প্রেম সিন্ধু উথলিল প্রাণে
সে নীরদো আজ রয়েছে বিমানে
নীল বক্ষ তার তেমতি বিমল,

৬

বিমনা হইয়া ছিঁড়িনু যে ফুল
সেই বৃন্তে পুন ফুটিল মুকুল
সৌরিভে তাহার দিগন্ত আকুল
উন্মত্ত ষটপদ তাহে বিহ্বল,

৭

উড়িছে পাপিয়া সে সঙ্গীত গাই
যা-ছিল তখন এখনোত তাই
সুধুই হৃদয়ে সে হৃদয় নাই
নবীন জীবনে সব ফুরাল,

৮

না ঝরিতে জল—নিদয় পবনে,
সাধের জলদ মিশিল গগনে
না-ফুটিতে ফুল নিদাঘ তপনে
আশার মুকুল শুখায়ে গেল,

৯

সুখী তবু করি আত্ম বলিদান
এই বজ্রাঘাতে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
এই মরীচিকা করে সুধাদান,
এই ঝঞ্ঝাবাতে কুসুম ফোটে,

১০

এই ক্ষতবক্ষে—এই দগ্ধ মনে
পারি ভ্রমিবারে শ্মশানে শ্মশানে,
পারি ভ্রমিবারে ভূধরে গহনে
হতাশ জীবন যদিনা টুটে,

১১

পারি প্রবেশিতে জলধির তলে
যদি সেইখানে সে রতন মিলে
পারি প্রবেশিতে হাসিয়া অনলে,
বিনিময়ে যদি সে রতন পাই,

১২

নহে দেখাবার নহে বুঝাবার
হতাশের চিত্ত কত যন্ত্রণার,
ভুজঙ্গের বিষ সময়ে সুধার,
ভীম বজ্রাঘাতে যাতনা নাই,

১৩

ভুলে যাব ?--হায় ভুলিব কেমনে,
পূর্ণ-বক্ষস্থল আজো সে রতনে,
শতবার বজ্র সহিব জীবনে
চিরদিন তবু স্মরিব তারে

১৪

অভাগা প্রতাপ! তুমি পুণ্যবান,
দেখাইলে কিবা আত্ম বলিদান,
শতধন্য তোরে অভাগা ওসমান
আজন্ম কাঁদিলে পড়ি সংসারে,

১৫

" অভাগিনী-তাই পাষাণ অন্তর,"
আমার কপালে সকলি প্রস্তর
চন্দ্রমায় সখি উগরে বজর,
মৃণালে দারুণ গরল ঝরে,

১৬

আশৈশব এই জীবনের পথে,
দেখিয়াছি সখি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বড় ভাগ্যহীন আমি এ মহীতে
যাতনা শুধুই আমার তরে,

১৭

নহে বহুদিন রয়েছে স্মরণ,
কি ছিল আমার শৈশব জীবন,
কি ছিল আমার সে সরল মন,
ভাবনার জ্বালা ছিলনা হেন,

১৮

চন্দ্রমা কিরণে বিহঙ্গ কূজনে,
সরসির বক্ষে বিজন উদ্যানে,
নিভৃত প্রকোষ্ঠে অথবা শয়নে
উদাস এমন হ'তনা মন,

১৯

উন্মত্ত হৃদয় ছিল আপনার,
ভাসিত নয়নে সুখের সংসার
ছিলনা দুরাশা,-নিরাশাও তার,
সুখের সংসারে ছিলাম সুখী,

২০

লভি নাই কভু তিল ভালবাসা,
ছিলনা আমারো প্রেমের পিপাসা,
উদ্দেশ্য সাধিতে ছিল সুধু আশা,
তাহারি নৈরাশে হতেম দুখী,

২১

অকস্মাৎ হায় এখন স্বপন,
অকস্মাৎ সখি যেন কোনজন,
অজ্ঞাতে হৃদয় করি পরশন,
নয়নের কাছে দাঁড়াল আসি,

২২

দেখিলাম হায়—কি যে দেখিলাম,
অমৃতের খনি যেন হেরিলাম,
কি বলিব সখি চিত হারালাম,
সেই সুধাময় তরঙ্গে ভাসি,

২৩

প্রদোষ সায়াহ্ন—মলিন-অম্বরে,
সুধাময়ী আভা যেমন বিতরে.
অথবা উষার ম্লান শশধরে,
যে করুণ রূপ ঝরিয়া পড়ে,

২৪

তেমতি সখিরে—অধিক তাহার,
করুণ লাবণ্য বদনেতে তার,
যেন সুধাপূর্ণ বিষাদ ভাণ্ডার,
নন্দন অমিয়া সদত ঝরে,

২৫

বর্ণিব কি—সে যে নহে বর্ণিবার,
জগতে নাহিক তুলনা তাহার,
চন্দ্রমা পঙ্কজ অতুল তাহার,
সে যেন নহে এ জগত তরে,

২৬

সেরূপ স্থধুই দেখিতে স্থন্দর,
দূর হ'তে যেন সুধার সাগর,
পরশিতে তাহে চাহেনা অন্তর,
স্থখ স্থধু তায় নয়নে হেরে।

২৭

নূতন প্রবাহ প্রাণের ভিতরে,
বহিল হৃদয় আকুলিত করে,
নবীন জীবনে উদাস অন্তরে,
তদবধি হায় হইনু দুখী,

২৮

ভাবিতাম নিজে—সে নাহি বুঝিত,
কাঁদিতাম নিজে—সে-নাহি শুনিত,
মরিতাম মর্ম্মে, সে নাহি দেখিত
আমা হ'তে সখি আছে কি দুখী ?

২৯

শেষ কথা বুকে বাজিল বজর,
'অভাগিনী তাই পাষাণ অন্তর,'
পরের বেদন বুঝেনারে পর
তাই সে সংসারে যাতনা এত,

৩০

সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে কর চিত্তদান,
বজ্রাঘাত তার পাবে প্রতিদান,
এত অত্যাচারে তবু বাঁচে প্রাণ
স্মৃতি-সুখ তার মধুর এত !

৩১

অভাগিনী তাই পাষাণ অন্তর—
পাষাণেও সখি বহেত নির্ঝর,
তবে কেন তুমি এতই কঠোর
নর হত্যা চ'খে দেখিতে চাও ?

৩২

যেই স্মৃতি শিখা প্রাণের ভিতরে,
জ্বালিয়াছ সখি জ্বলিবে অন্তরে,
চির দিন মম মর্ম্ম-দগ্ধ করে,
পার যদি তায় নিবায়ে দাও।

সে ঘোর নিশিতে।

সে ঘোর নিশিতে কুরুরণ স্থলে,
একাকি পড়িয়া ছিলাম ভূতলে
শ্রান্ত কলেবর দীর্ঘ পর্য্যটনে,
অবসন্ন আঁখি তন্দ্রা পরশনে,
ধূ ধূ করে সুধু বালির সাগর,
হু হু করে বায়ু তাহার উপর,
আঁধার আকাশে কালিমা আঁকা,
চন্দ্রমা তারকা জলদে ঢাকা
অরধ চেতনে অরধ স্বপনে
ছিলাম পড়িয়া বালুকা শয়নে,
'কে তুমি এখানে' গভীর ঝঙ্কারে,
উঠিল শবদ মরুর মাঝারে
'জীবধন্য তুমি ভারত ভিতরে'
'সুকৃতির ফল পাবে জন্মান্তরে'
'দারুণ পিপাসা হও অগ্রসর,'
'দেহি দেহি রক্ত খুলরে খর্পর'
''কত বর্ষ আজ হইল অতীত"

'নাহি আস্বাদিনু নরের শোণিত'
"দীর্ণ কর বুক, চূর্ণ কর শির"
'ভগ্ন কর গ্রীবা—দাওরে রুধির'
ভৈরব ঝঙ্কারে বিকট শবদে,
উঠিল চীৎকার 'দেদে দেদে দেদে'
ব্যাকুল হৃদয়ে উঠিনু সিহরি,
চকিতে দাঁড়ায়ে চৌদিকে নেহারি—
শূন্য মরুভূমি গাঢ় অন্ধকার
শ্মশান আকৃতি পড়ি চারিধার ;
মধ্যস্থল হ'তে ভৈরব শবদে,
উঠিছে চীৎকার 'দে রুধির দে'
ত্যজি মরুস্থল কম্পিত চরণে
চলিনু পশ্চিমে ভয়াকুল মনে,
ভয়ে ফেলি পদ ভয়ে ফিরে চাই,
সে বিকট রব শুনিবারে পাই
সহসা অদূরে আলোক মণ্ডল,
ভাতিল উজলি কুরুরণ স্থল,
মণ্ডল মাঝারে রমণী মুরতী
অপূর্ব্ব সেরূপ দেবী প্রতিকৃতি,
ছুটিনু উল্লাসে নিকটে তাঁহার,

বিস্মিত নয়নে নিরখি আকার,
নহে সে অনল—বরাঙ্গের দ্যুতি
অতুল রূপসী রমণী যুবতী,
বদন মণ্ডলে ভকতির রেখা,
ভীতির ধারণা অঙ্গে অঙ্গে লেখা,
নব বিকসিত সরোজের দল,
বদনে দু আঁখি করে ঢল ঢল,
সহাস বদনা বিকচ নয়না,
বিপুল যৌবনে অধীরা আপনা,
জানু পাতি ভূমে বদ্ধাঞ্জলি করি,
জিজ্ঞাসিনু তাঁয় পুরে অগ্রসরি—
কে রমণী তুমি এ শ্মশান দেশে,
চলেছ নিশিতে এ অতুল বেশে
কি নাম তোমার কোথা নিকেতন,
একাকিনী কেন শ্মশানে ভ্রমণ,
মানবী কি দেবী কি বাসনা কর
কোন্ ভাগ্যবানে করুণা বিতর,
প্রাণীশূন্য দেশে কিবা অভিলাষ
পারে নাকি তাহা সাধিতে এ দাস ?
কহিল রমণী হাসিতে হাসিতে

তুই কি পারিবি সে সাধ সাধিতে,
অলসের শিশু বঙ্গের সন্তান,
অচেত অসাড় তোদের পরাণ,
আহার বিহার সুধুই বাসনা,
তুই কি জানিবি গভীর সাধনা
চিনিতে নারিলি আমি কোন জন,
দুখ হয় ভাবি তোদের জীবন,
রমণীর মত তোদের পরাণ
আশা অভিলাষ অঙ্গুলি প্রমাণ,
না জানি কেমনে থাকিস সকলে
অন্ন আচ্ছাদনে জীব ব্রত ভুলে,
কত যে গভীর প্রাণের পিপাসা
কত যে অনন্ত পুরুষের আশা,
নাবুঝিলি কেহ বাঙ্গালি জীবনে.
না ভাবিলি কেহ মুহূর্ত্তেও মনে,
দেখ চেয়ে দেখ পশ্চিম প্রদেশে
হাসে আমেরিকা কি অপূর্ব্ব বেশে,
ক্ষুদ্র দ্বীপ খণ্ড ইংলণ্ড যে দেশ,
দেখ আজ তার কি মোহিনী বেশ,
বুদ্ধিজীবি তোরা আছে সূক্ষ্ম জ্ঞান,

না পার শিখিতে দেখিয়া প্রমাণ,
ভবের অধম ধরার কলঙ্ক,
তোর জন্মভূমি পরাধীনা বঙ্গ,
তোর কেন হেন অভিলাষ করা
নরাধম তোরা জীয়ন্তেও মরা,
হও অপসৃত নিজ দেশে যাও,
কুরুক্ষেত্রে কেন কলঙ্ক ছড়াও,'
জননী বলিয়া চরণের তলে.
লুটায়ে পড়িনু তিতি অশ্রুজলে,
ব'লে দাও মাত! করুণা বিতরি,
এ ঘোর কলঙ্ক কেমনে পাসরি,
জন্ম ভূমে নাহি ফিরে যাব আর
অসম্পূর্ণ রাখি আদেশ তোমার,
ভবের ঘৃণিত ধরার কলঙ্ক,
জানি মাত! মম অভাগিনী বঙ্গ
এবে দয়া করি বলে দাও মাত!
কিসে সে কলঙ্ক হ'বে অপনিত,
সত্য বটে আমি বঙ্গের সন্তান
কিন্তু ওই ক্ষোভে কাঁদে সদা প্রাণ,
ভ্রমি সেই দুখে ভগ্ন দুর্গ মূলে,

যমুনা জাহ্নবী নর্ম্মদার কূলে,
কি করুণ ধ্বনি হায় রে সেখানে,
বহিছে সদাই পবনের সনে,
ভারতের তীব্র বিষাদের গান,
যেনরে তথায় নিত্য মূর্ত্তিমান,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিষণ্ণ অন্তরে,
উতরিনু আসি কুরুক্ষেত্র' পরে,
ছিল শ্রান্ত দেহ দীর্ঘ পর্য্যটনে,
করিনু শয়ন এমরু শয়নে,
অকস্মাৎ মাত! ভীষণ শবদে
উঠিল চীৎকার দে 'রুধির দে,'
কি যে ভয়ঙ্কর জননী সে ধ্বনি,
এখনো আমার কাঁপিছে পরাণি,
করুণা বিতরি বল'মা জননী,
এ নির্জ্জন দেশে কাহার সে ধ্বনি,
কি তৃষ্ণা তাহার কি রুধির চায়,
কুরু রণভূমে কোন বাসনায়,
বল আর মাত! ছল পরিহরি,
এ অতুল বেশে কে তুমি অমরী,
হাসিয়া রমণী কহিল তখন,

''অঙ্গে মাটি মাখি করহ শয়ন,
'বীরের শ্মশান কুরুরণস্থল,
'ইহার পরশে নির্জীবেরো বল,
'নয়ন মুদিয়া রহ কিছু ক্ষণ'
'বুঝিতে পারিবে আমি কোন জন,'
'ঘুচিবে তোমার চিত্তের বিকার,
''বুঝিতে পারিবে সে শবদ কার,"
সহসা রমণী অদৃশ্য হইল,
পুন কুরুক্ষেত্র আঁধারে ডুবিল,
গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা চারিধার,
বিস্ময়ে সভয়ে ফিরিনু আবার,
অঙ্গেতে মৃত্তিকা করিয়া লেপন,
কুরু-রণক্ষেত্রে করিনু শয়ন,
কত আশা ভয় জাগিল অন্তরে,
হায় রে পড়িয়া সে ঘোর প্রান্তরে
ভাবিতে সে কথা এখনো অন্তরে,
শিরায় শোণিত উছলিয়া পড়ে,
ক্রমে শ্রান্ত মন বিষম চিন্তায়,
মুদিনু নয়ন শ্রমজ নিদ্রায়,
অকস্মাৎ এক হেরিনু স্বপন,

সম্মুখে আমার বিশাল তোরণ,
সেই জ্যোতির্ময়ী সুমন্দ চরণে,
অতুল শোভায় পশে সে তোরণে,
ছুটিনু উল্লাসে পশ্চাতে তাঁহার,
প্রবেশিতে সেই তোরণের দ্বার
জ্বলিয়া উঠিল তোরণ অনল,
ঝলসিল অঙ্গ হইনু নিশ্চল,
কাতরে ডাকিনু অমর বালায়,
নাহি নিরখিনু কিন্তু আর তাঁয়,
চাহিয়া দেখিনু তোরণ উপরে,
'স্বাধীনতা' লেখা অনল অক্ষরে,
দপ্ দপ্ জ্বলে তোরণ অনল,
কভু ক্ষীণ শিখা কখনো উজ্জ্বল,
বিস্ফারিয়া যেন সহস্র নয়ন,
নিরখি আমায় হাসে সে তোরণ,
অনল অক্ষরে ভীম শিখা উঠে,
ভুজঙ্গ আকারে চারিদিকে ছোটে,
দেখিতে দেখিতে নাট্যশালা মত,
সে অনল পট হ'ল অপসৃত,
দেখিনু বিস্ময়ে নূতন তোরণ,

উজ্বলি আলোকে হইল বর্ত্তন,
দেখিনু এ বার এ তোরণ চূড়ে,
'জাতিভেদ' লেখা অনল অক্ষরে,
অঙ্গে অঙ্গে তার মনুষ্য আকার,
জাতিবর্ণ ভেদে কতই প্রকার,
ঝোলে অগ্নিসূত্র শিখর হইতে,
প্রসারিয়া বাহু ধরে সকলেতে,
সবারি নয়ন সেই সূত্র পানে,
হাস্যমুখে সবে সেই সূত্র টানে,
আবার সে পট হ'ল অপহৃত,
নূতন তোরণ পুন প্রকটিত,
তেমতি উজ্বল তেমতি শিখরে,
"দৃঢ়ব্রত" লেখা অনল অক্ষরে,
এ তোরণ পুন সরিল আবার,
অন্যপট পুন হৈল আবিষ্কার,
উজ্বল অনলে বিশাল অক্ষরে,
'একতা' রয়েছে লেখা চারিধারে,
অন্যপট নাহি হইল বর্ত্তন,
বিস্মিত নয়নে দেখি কতক্ষণ,
আবার ভীষণ গভীর ঝঙ্কারে,

শুনিনু পশ্চাতে 'দে রুধির দে,'
'দীর্ণ কর বুক চূর্ণ কর শির,'
'ভগ্ন কর গ্রীবা দেওরে রুধির,'
'উগ্র পিপাসায় কাতর পরাণ,'
'কর ওহে নর রুধির প্রদান,'
'কুরু অধিষ্ঠাত্রী আমি রণ কালী,'
'সদ্য ছিন্ন শির মম প্রিয় ডালি,'
'দারুণ পিপাসা—হও অগ্রসর,'
'দেহি দেহি রক্ত খুলরে খর্পর,'
সভয়ে ফিরিয়া পশ্চাতে নিরখি,
ঘোর অন্ধকারে মগ্ন চারি দিকি,
মধ্যস্থল হ'তে বিকট শবদে,
উঠিছে নিনাদ 'দে রুধির দে,'
কোথায় জননী অমর বালিকে,
ডাকিয়া ফিরিনু তোরণের দিকে,
বিস্ময়ে নিরখি—নাহি সে তোরণ,
হু হু করে স্বধু আঁধার ভীষণ,
ত্রাসে নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিনু,
প্রভাতের আলো চৌদিকে হেরিনু,
ধু ধু করে স্বধু মরু পারাবার,

একা পড়ি আমি উপরে তাহার,
বিষণ্ণ অন্তরে আকুলিত মনে,
ত্যজি কুরুক্ষেত্র ফিরিনু ভবনে,
তদবধি মম শ্রবণের কাছে
সে ভীষণ রব নিরন্তর বাজে,
যখনি নিদ্রায় মুদি দুনয়ন,
'দে রুধির দে' পরশে শ্রবণ।

এত কাঁদি তবু কেন প্রাণ না যুড়ায়রে!

১

এত কাঁদি তবু কেন প্রাণ না যুড়ায়রে!
সেই মন সেই আশা, আজো বুকে সে পিপাসা,
এ যাতনা তবে কিরে ফুরাবেনা জীবনে!
জীব ধর্ম্ম পরিহরি, তাপসের ভাব ধরি,
চিরদিন এই দুখে ভ্রমিব কি এমনে,
নিবিড় কানন জাত, শুষ্ক প্রসূনের মত,
সাধের জীবন মম ফুরাবে কি রোদনে!
কে বলিল বিধাতারে দিতে হেন জীবনে।

২

কেঁদে যেন ওঠে প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া!
জীবনের দুইতীর গেছে যেন ভাঙ্গিয়া,
করে চারিধার, শূন্য যেন এ সংসার,
হাসি খেলি সে যাতনা তবু ওঠে জাগিয়া,
আশা নাই তবু সে যে আছে প্রাণে লাগিয়া,

৩

একি পুরুষের মন যুবার হৃদয়!
একি জীবনের ব্রত জীবের আশয়!
হেরি কুহকের ছায়া, স্মরি স্বপনের মায়া,
শিশুর বাসনা সম আশা উথলয়,
এতই দুর্ব্বল কিরে মানব হৃদয়!

৪

সকলি বুঝেছি তবু পারি না যে ভুলিতে,
মর্ম্মে গাঁথা সে বাসনা জড়ান যে এ হৃদে,
হৃদয়ে সে ছবি আঁকা, নয়নে সে রূপ মাখা,
শয়নে স্বপন সে যে ভাবনা সে স্মৃতিতে,
এ পরাণে সে রতনে পারিনা যে ভুলিতে!

৫

দুখ পাই—পাব দুখ্—তবু তারে ভাবিব।
আঁখি পোড়ে—পুড়ে যাক্ তবু তারে হেরিব ;
এই বিষাদের রাশি, আমি বড় ভালবাসি,
চিরদিন এ জীবনে তারি দুখে কাঁদিব,
অন্তিমে তাহারি দুখে দুনয়ন মুদিব।

৬

এ ভাবে সংসারে থাকি হবেনা সে সাধনা,
মায়া মোহ স্নেহ ডোরে ভুলে যাব যাতনা,
তাপসের বেশ ধরি, তারি ছবি বুকে করি,
পথে ঘাটে হাটে মাটে হ'ব সদা ভ্রমণা,
গৃহ কারাগারে থাকি স'বনারে গঞ্জনা।

৭

পাপের সংসার হেথা সকলি সে ছলনা,
আত্মপর ভালবাসা সবি স্বার্থ গণনা,
আমি ভাসি অশ্রুজলে, লোকেতে পাগল বলে,
বুঝাইলে নাহি বুঝে হৃদয়ের যাতনা,
মনের মতন লোক জগতে যে মেলেনা !

৮

সে ধন পাবার নয়—সে আমার হবে না,
এ দুখ সবার নয়—এ জীবনো রবেনা,
যে কদিন বেঁচে রই, তারি দুখে কেঁদে লই,
মরিলে এ আশা তৃষ্ণা কিছুইত রবেনা,
এ জীবনে এ পরাণে অন্য সাধ' হবেনা,

৯

কি কুক্ষণে জনমিনু আমি ইহ সংসারে,
কি কুক্ষণে পোড়া আঁখি দেখেছিল তাহারে
সে যে অতি নিদারুণ দেখে শুনে এ বেদন,
একটি আশ্বাস বাণী কহিলনা আমারে
পাষাণী করিয়া বিধে! সৃজিলে কি তাহারে?

১০

সে ত নাহি দিল আশা আমি কি তা ছাড়িব?
সে বাসনা চিরদিন বুকভরে রাখিব;
করিব তাহারি ধ্যান, গাহিব তাহারি গান,
দিয়েছি পরাণ তারে তারি তরে রাখিব,
জন্মান্তরে দেখা হ'লে তারি হাতে সঁপিব।

১১

বিধাতারে এতরূপ কেন দিলি তাহারে !
এ সুধা কেন বিধে পাষাণের মাঝারে,
সে যে রমণীর মণি, সে যে পীযূষের খনি,
সুধার সরসি কেন পাষাণের প্রাকারে ?
বজ্রময় বক্ষ কেন চন্দ্রমার আকারে !

১২

আর মিছে তার আশে রহি পাপ ভবনে,
এ ভবের খেলা ধুলা ফুরাল এ জীবনে.
প্রণয়ের পুরস্কার, থাকে যদি আভাগার,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
জন্মান্তরে পাব আমি সে রমণী রতনে,

যোগ জীবন।

বিজন প্রকোষ্ঠ—কিন্তু আমার অন্তরে,
এত কোলাহল কেন এখনো বিহরে ?
নিশার তৃতীয় যাম জগত নিদ্রিত,
শব্দশূন্য বর্ণশূন্য আঁধারে চিত্রিত,

ওই প্রকৃতির সনে হৃদয় বন্ধন,
জগত ঘুমালে কেন ঘুমায়না মন,
নিদ্রা নাই—যদি নিদ্রা আসে কদাচন,
ফিরে যেন পাই মম অতীত জীবন,
স্বধু স্বপ্ন—স্বধুই সে উজ্বল রেখায়,
অতীত জীবন মম রঞ্জিয়া দেখায়,
আর তন্দ্রা—যদি তন্দ্রা—আসে একবার,
কেবলি সে অবিরল প্রবাহ চিন্তার,
পলকের তলে তলে মণির উপরে,
ভূত বর্ত্তমান আর অতীত বিচরে,
বাহ্য দৃশ্য যতক্ষণ দেখি নেত্র খুলি,
অন্তরের এ যন্ত্রণা তত ক্ষণ ভুলি,
প্রাণের ভিতরে যেন চিন্তা নিশাচরী,
বিরাজে সতত মম তন্দ্রা লক্ষ করি,
অলসে অবশ চিত্ত হেরে যেই ক্ষণ,
মন সূত্র ধরি সেই করে আকর্ষণ,
এ নয়ন মুদি স্বধু দেখিতে অন্তর,
দেখিতে নরক দৃশ্য প্রাণের ভিতর,
তথাপি বাঁচিয়া আছি—হায় রে মানব!
কিনা সহ! কোন্ ব্যথা তব অসম্ভব!

অথবা সে এ জীবন বিভিন্ন প্রকৃতি,
মানুষের মত নহে আমার প্রতীতি,
মানুষের সুখ যাহা দুখ সে আমার,
মানুষের আশা তৃষ্ণা বিভিন্ন প্রকার,
ধর্ম্ম মোক্ষ পাপ পুণ্য মানবের যাহা,
আমার নয়নে দেখি ভিন্নরূপ তাহা,
প্রাচীনের নীতি শিক্ষা দর্শনের জ্ঞান,
ধার্ম্মিকের পুণ্য শ্লোক বেদের বিধান,
সকলি সে বৃথা কিন্তু আমার অন্তরে,
সলিল প্রপাত যথা বালির উপরে,
কি চিন্তা—কাহার চিন্তা—কি দুখ আমার?
জানিনাকি? জানি—কিন্তু নহে ভাবিবার
ইচ্ছা করে চিরি বুক হৃদি তল হ'তে,
মুছে ফেলি স্মৃতি যদি পারি কোন মতে,
কেমনি হইয়া গেছে হৃদয় আমার,
জগতের কোন সাধ নাহি যেন আর,
প্রবৃত্তি বিহীন যেন হয়েছে অন্তর,
দয়া মায়া মোহ শূন্য প্রাণের ভিতর,
তিলমাত্র ভীতি চিত্তে নাহি যেন আর,
ক্ষুব্ধ যেন নহে চিত্ত কিছুতে আমার,

আশা নাই—তৃষ্ণা নাই—নাহি স্নেহ আর,
এ জগৎ দেখি যেন মরু পারাবার,
আর কেন—আজ্ঞত সে যোগ উদ্যাপন,
তেজের প্রভাবগণ! দেও দরশন,
বিশাল এ জগতের আত্মারূপি যারা,
এ যোগ প্রভাবে আজ আজ্ঞাবহ তারা,
দিবস শর্ব্বরী যায় করি অন্বেষণ,
সেই আত্মারূপিগণ! দেহ দরশন,
উন্নত পর্ব্বত চূড়ে সাগর কন্দরে,
নিৰ্জ্জন কানন মাঝে নিভৃত প্রান্তরে,
ভ্রমণ করিছ যারা আত্মারূপ ধরি,
আমার আদেশে সবে এস ত্বরা করি।

[নিরব।]

এখনো যে দেখা নাই—এবে আজ্ঞা তাঁর,
শ্রেষ্ঠ আত্মারূপি যেই তোমা সবাকার,
যাঁহার ইঙ্গিতে সবে হও কম্পবান,
তাঁহারি আদেশে এস মম সন্নিধান,
যাহার প্রভাবে মম প্রভাব এমন,
তাঁরি আজ্ঞা—এস-উঠ-দেও দরশন।

[ক্ষণেক নিস্তব্ধ।]

এমনি হইল যদি—আত্মারূপিগণ,
এরূপে আদেশ নাহি করিবে পালন,
তবে সেই কূট মন্ত্র প্রভাবে এবার—
ঘৃণা উপগ্রহ হ'তে উদ্ভব যাহার,
নরকের সৃষ্টি যায়, বিশ্ব ধ্বংস যায়,
সে মন্ত্র প্রভাবে ডাকি তোমা সবাকায়;
যে মন্ত্র প্রভাবে মম জীবন এমন,
যার তীব্র শিখা হৃদি দহে অনুক্ষণ;
সেই মন্ত্রে ডাকিতেছি আত্মারূপিগণ,
উঠ ত্বরা করি—এস—দেহ দরশন।

প্রথম আত্মা।

আমার নিবাস গগনের তলে,
ভ্রমি আমি সদা নীরদের দলে,
উষার বিকাসে যাহার বরণ,
বিবিধ শোভায় হয় সুশোভন,
রবির আলোক শশীর কিরণ,
মাখি অঙ্গে সদা করি রে ভ্রমণ,
তোমার প্রভাবে ওরে মর্ত্যবাসি,
অমর ঘৃণিত মর্ত্ত্যভূমে আসি,

বল শীঘ্র করি কি তোর আদেশ,
সাধিয়া সে সাধ যাই নিজদেশ।

দ্বিতীয় আত্মা।

কৈলাস শিখর নগের ঈশ্বর,
অভিষেক কৈল আদ্রি যত তার,
শৈল সিংহাসন, নীরদ বরণ,
হিমানী উষ্ণীষ শিখরে যাহার,
যার কটি দেশ বেষ্টিয়া অশেষ,
শোভে অবিরল বিটপের রাজি,
অঙ্গে অঙ্গে যার, ঘন স্তূপাকার,
হিমানীর স্তর রহিয়াছে সাজি,
আমারি আদেশে, সে হিমানী খসে
রজত প্রবাহে বহে ধারা তার,
ইঙ্গিতে আমার, সে স্রোত আবার;
ধরে দৃঢ় স্তূপে পাষাণ আকার,
সেই হিমালয়, আমার আলয়,
আমি আত্মাময় একা সে অচলে,
ইঙ্গিতে আমার শিখর তাহার,
নমে সসম্ভ্রমে মম পদতলে,

কূট মন্ত্র তোর, বুঝিবারে মোর,
সাধ্য নাহি কিন্তু ওরে রে নশ্বর,
কি বাসনা মনে, বলরে এক্ষণে,
পূর্ণ করি তাহা মুহূর্ত্ত ভিতর।

তৃতীয় আত্মা।

অনন্ত অসীম সেই সাগর গরভে,
যেখানে তরঙ্গ রঙ্গ সলিলেতে নাই,
নারে প্রবেশিতে যথা পবন গরবে,
সরীসৃপময় সেই ভয়ঙ্কর ঠাঁই,
জগতের কোলাহল পশেনা যেখানে,
পশেনা রবির আলো শশীর কিরণ,
মানব!—আমারি আত্মা বিরাজে সেখানে
কি আদেশ তোর বল করিব সাধন।

চতুর্থ আত্মা।

সুদূর বিস্তৃত এই ভূমণ্ডল—
যার বক্ষে ভ্রমে নিত্য জীবদল
অত্যুচ্চ শিখর প্রকাণ্ড ভূধর,
বিরাজিছে যাঁর বক্ষে রাখি ভর,

অতল তটিনী হ্রদ সরোবর,
বিরাজিছে যার বক্ষের উপর,
বিন্ধি শতমূলে হৃদয় যাহার,
অসংখ্য বিটপি উঠে চারিধার,
আমি আত্মা তার—সে ক্ষিতি আমার
বল রে মানব কি বাঞ্ছা তোমার।

পঞ্চম আত্মা।

বিশ্ব ব্যাপী এই বিপুল পবন,
আমারি ইঙ্গিতে তার সঞ্চালন,
আমার আদেশে ঝঞ্ঝাবায়ু ছোটে,
আমারি আদেশে ভীম বাত্যা ওঠে,
পবনে চড়িয়া ভ্রমি সর্ব্ব ঠাঁই;
নাহি হেন স্থান যথা গতি নাই,
কূট মন্ত্রে বশ করিলি আমায়,
বল মর্ত্তবাসি কি তোর আশয়।

ষষ্ঠ আত্মা।

যে প্রভাব বলে বিকাশে সর্ব্বরী,
ঘোর অন্ধকারে মগ্ন দিগন্তরি,

কোলাহল-পূর্ণ বিশাল সংসার,
ধরে শান্ত মূর্ত্তি প্রভাবে যাহার,
সে নিশির-আত্মা আমিরে মানব,
আমার প্রভাবে হীন বীর্য্য সব,
কিহেতু স্মরিলি বল কি আদেশ,
সাধিয়া ত্বরায় যাই নিজ দেশ।

সপ্তম আত্মা।

আমি আত্মা তার প্রভাবে যাহার,
দিবার আলোকে ভাসে চারি ধার,
আমারি আদেশে ওঠে দিবাকর,
ফোটে ডালে ডালে প্রসূন নিকর,
নবীন শোভায় প্রকৃতি ভূষিত,
দিক দিগন্তর সৌরভে পূরিত,
উল্লাসে বিহঙ্গ সঙ্গীত গায়,
ভ্রমে জীবকুল আনন্দে ধরায়,
বল্‌রে মানব কি তোর আদেশ,
সাধিয়া সে আশা যাই নিজদেশ।

(সকল আত্মা একত্রে মিলিয়া।)

গগণ-ভূধর-সিন্ধু ভূতল পবন,
দিবা বিভাবরী যারা করিছে শাসন,
সাধিতে আদেশ তোর ক্ষুদ্র জীবি নর,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর হয়ে বদ্ধ—কর,
কি চাহ বলরে এবে কি বাসনা কর,
সাধিবো সে বাঞ্ছা তব যাইব সত্বর।

যোগ জীবন। বিস্মৃতি—

প্রথম আত্মা। কিসের—কাহার ও কেন!

যোগ জীবন।

হায়রে তাহার—যাহা প্রাণের ভিতরে
অবিরত স্তরে স্তরে চিত্ত দগ্ধ করে
নারি আমি করিতে সে স্মৃতি উচ্চারণ,
হৃদয়ে ক্ষোদিত আছে কর অধ্যয়ন।

আত্মা। আমাদের সাধ্যায়ত্ব নহে সে বিস্মৃতি
তোমার দুর্লভ তাহা ওরে ভ্রান্ত—মতি,
যা চাহিবে দিব আর, রাজ্য কিবা ধন
বীরত্ব গৌরব কিম্বা অন্য আকিঞ্চন,
সসাগরা ধরা লহ যদি বাঞ্ছা হয়,
অসংখ্য জীবের ভাগ্য করিবে নির্ণয়,

কিন্তু সে বিস্মৃতি নাহি হইবে তোমার,
ত্যজ সে দুরাশা, চাহ অন্য কিছু আর

যোগজীবন। আত্ম-বিস্মৃতি!
নিভৃত অন্তর হ'তে পার কি মুছিতে—
ধারণা তাহার যাহা চাহিতেছ দিতে?

আত্মা। তাও নহে সাধ্যায়ত্ত আমা সবাকার,
কিন্তু যদি চাহ—মৃত্যু হইবে তোমার।

যোগজীবন। লভিব কি সে বিস্মৃতি ত্যজিলে
জীবন?

আত্মা। আমরা অমর কিন্তু রয়েছে স্মরণ!
আমরা অনন্ত—স্থায়ী আমাদেরো জ্ঞান,
ভূত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যে সমান।

যোগজীবন।
এ তোদের ব্যাঙ্গ—কিন্তু নাহি কি স্মরণ
কি প্রভাবে তোমাদের হেথা আগমন,
মোর মন—মোর চিত্ত করিয়া বেষ্টন,
প্রামথিক শিখা জ্বলে সদা সর্ব্বক্ষণ,
তাড়িত ধার না মম অঙ্গের সীমায়,

উত্তাপ যাহার অন্যে বহ্নি শিখা প্রায়,
সেই তীব্র জ্যোতি তোরা করিস্ ধারণ
আমার অঙ্গেতে তাহা ব্যাপ্ত অনুক্ষণ,
নশ্বর যদিও,—বশ, তোমাদের নয়,

বল শিখাইক আমি কি প্রভাব ময়!
আত্মা। কি বলিব—সে বিস্মৃতি সাধ্যায়ত্ব নয়,
যোগ জীবন। কেন কর হেন ভান ওরে আত্মাগণ।
আত্মা। ভান নহে-প্রকৃত-সে-দুর্লভ বিস্মৃতি,

কি শরীর কি আত্মার নাহি সে প্রতীতি।
যোগজীবন। তবে কি বৃথাই এই দীর্ঘকাল ধরে,
করিনু এ পণ্ডশ্রম এ সাধনা করে,
বৃথা কেন তোমাদের এতই শাসন,
নারিলে সাধিতে মম কোন আকিঞ্চন।

আত্মা। বল—
আমাদের সাধ্যায়ত্ব যা কিছু তোমার,
বিদায়ের পূর্ব্বে তুমি তাহা আর বার,
অন্য বাঞ্ছা যাহা, তাই করিব পূরণ,
রাজত্ব বৈভব কিম্বা সুদীর্ঘ জীবন—

যোগ জীবন। দূর হও—

সুদীর্ঘ জীবনে পুন কি হ'বে আমার,
এখনি সুদীর্ঘ তাহা—নাহি চাহি আর,
দূর হও—দূর হও অন্য বাঞ্ছা নাই,
বুঝেছি এ যোগ মম হইল বৃথাই।

আত্মা। কিন্তু রহ—একবার কর না স্মরণ,
আজ্ঞা—বহ হয়ে মোরা আছি যতক্ষণ,
নাহি কি সংসারে অন্য কোন সাধ আর
অন্য কিছুতে কি তৃপ্তি হবেনা তোমার?

যোগ জীবন।

না না কিছু নাই—কিছু নাই আর,
নরক—আমার চক্ষে এভব সংসার,
কিন্তু ক্ষণকাল তরে তিষ্ঠ সবে আর,
দেখে লই তোমাদের কিরূপ আকার,
শূন্য হ'তে শুনি সুধু তোদের বচন,
সলিল প্রপাত মত মধুর নিক্কণ,
হও অগ্রসর এস সম্মুখে আমার;
একে একে কিম্বা দলে দেখিব আকার।

আত্মা। অদেহী আমরা সবে—কোন মূর্ত্তি নাই,
সুধু মন সুধু-চিত্ত গঠিত সবাই,

কি মূর্ত্তি ধরিয়া মোরা দিব দরশন,
মনন করহ তুমি মূরতি সে কোন—

যোগ জীবন।

বাহিরে মনন কোন আমার অন্তরে,
সুন্দর—ভীষণ কিম্বা ঘৃণিত যা নরে,
যে মূর্ত্তি বাসনা হয় করহ ধারণ,
এস অগ্রে আত্মারূপি দেও দরশন।

(সপ্তম আত্মা একত্রে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া।) দেখ—

যোগ জীবন।

হা ঈশ্বর!—একি!—এযে আকৃতি তাহার!
আত্মারূপি! ইহাই যে সেই বাসনা আমার!
আশা—তৃষ্ণা—সুখ—দুঃখ সব ওরি সনে,
তবে যে আবার সুখী হব রে জীবনে!

[দাঁড়াইয়া।] হা পাষাণি! [বাহু প্রসারণ করিয়া।] আলিঙ্গন দেহ একবার।

[রমণী মূর্ত্তি অদৃশ্য।]

যোগ জীবন। কৈ—কোথা—ভেঙ্গে গেল হৃদয় আমার।

[যোগ জীবন ভূতলে পতন।]

[শূন্যে রমণী মূর্ত্তি অদৃশ্য হইতে হইতে।]

ত্যজ এ দুরাশা সখে। শান্ত কর মন,
এ জীবনে আমাদের হবে না মিলন,
এ নহে প্রথম—হেন কত শত বার,
অলক্ষিতে দেখিয়াছি যন্ত্রণা তোমার,
তথাপি রেখেছি প্রাণ বাঁধিয়া পাষাণে,
কি জানি অজ্ঞাতে পাছে ধায় তোমা পানে
তুমি ভাব নারী—চিত্ত বড়ই কঠোর,
বুঝিতে পার না কিন্তু রমণী অন্তর,
কি আশা করিব পূর্ণ অবোধ তোমার,
চাহ কি নারীর ধর্ম্ম করিতে সংহার ?
এ প্রেমে যে পাপ নাই জানিলে কেমনে ?
কেমনে বুঝিলে সুখ হইবে মিলনে ?
ঘটনার সঙ্গে বাঁধা মানুষের মন;
কাল ভেদে অঙ্ক ভেদে চিত্তের বর্ত্তন,
আজ যে আসঙ্গলিপ্সা এতই প্রবল;
দিন দুই পরে হবে দুখের কেবল,
সংসারের কোলাহল দিন কত পরে,
বাজিবে কঠোর যেই শ্রবণ বিবরে;

আকাশ কুসুম ভাব যে মূর্ত্তি আমার;
হইবে তোমার চক্ষে ভুজঙ্গ আকার,
আর—রমণীর এক সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ তার তাহাই কেবল,
সে সতীত্ব রমণীর—সে রতন তার,
হারাইলে জীবনে কি রহিল তাহার!
পরিণয়ে নহে সত্য সদত প্রণয়,
বুঝাইলে কিন্তু কিহে বুঝে না হৃদয়?
আশা স্বধু প্রবৃত্তির স্বতবাহি গতি,
নিবারিতে তায় চিত্তে নাহি কি শকতি?
অন্তরের গুরু যন্ত্র একাকী সে মন,
সে মন করিলে দৃঢ় আশারো শাসন,
সংসার সংসার বলি কর তিরস্কার,
দেখ দেখি কি সুন্দর বন্ধন তাহার!
যে প্রেমের আশা তব এতই প্রবল,
সংসার বন্ধন বিনা হবে কি নির্ম্মল?
আর জগতের দেখ সুন্দর আচার,
পবিত্রতা শূন্য হেথা সবি যাতনার,
ধন মান প্রেম যাহা অধর্ম্মে সঞ্চিত,
নরভাগ্যে নহে তাহা সানন্দে ভুঞ্জিত,

ভাল বাসিয়াছ মোরে নাহি ক্ষতি তায়,
স্নেহের ভগিনী বলি ভাবনা আমায়,
যে হৃদয় চাহিতেছ ঢালিব চরণে,
নির্ভয় হৃদয়ে সুখে মিলিব দুজনে,
বড় স্বার্থপর সখে ! পুরুষের মন,
নারীর সর্ব্বস্ব হরে বিলাসে আপন,
শিক্ষা দীক্ষা শূন্য ক্ষুদ্র রমণী হৃদয়,
প্রলোভনে কতক্ষণ অচঞ্চল রয়,
কোমল করিয়া বিধি গঠিল পরাণ,
পর দুখে সদা ক্ষুব্ধ রমণীর প্রাণ,
অরক্ষিত অবলার দুর্ব্বল অন্তরে,
কেমনে পুরুষ হেন অত্যাচার করে,
পুরুষ নারীর গুরু, শিক্ষক তাহার,
আচার উদ্দেশ্য নীতি শিখে নারী তার,
হেন আশ্রিতের করে এই সর্ব্বনাশ,
এ সংসারে পুরুষেরে নাহিক বিশ্বাস,
বড় যতনের ধন নারীর প্রণয়,
সাবধানে রাখিলে সে তবে পূর্ণ রয়,
যেমন সুখের প্রেম দুখের তেমনি,
অনাচারে তার মরে অভাগা রমণী,

শত কলঙ্কেও ভবে পুরুষ নির্ম্মল,
একটি কলঙ্কে নারী হারায় সকল,
তাই বলি এ বাসনা কর পরিহার,
এ জীবনে এ সংসারে হ'বনা তোমার,
স্বামীর পবিত্র পদ হৃদয় আসনে,
রেখেছি বিরাহ'বধি পরম যতনে,
একচিত্তে আজীবন করিব অর্চ্চন,
অন্তিমে তাহাই স্মরি মুদিব নয়ন,
তাঁহতে সহস্র গুণ যদিও তোমার,
অধিক যদিও তব রূপের ভাণ্ডার,
সামান্য সে ধন সখে তবু আপনার,
দুখিনীর সেই রত্ন অনন্ত ভাণ্ডার,
অটল পাষাণে চাপা অদৃষ্ট যাহার,
কি কায জীবনে ভাই দুরাকাঙ্খা তার!
যা পেয়েছি সুখী তায় নাহি অন্য আশা,
পুরুষের মত নহে নারীর পিপাসা,
সুধু নীরদের জলে তুষ্ট চাতকিনী,
পঙ্কিল তাহার চক্ষে সাগর তটিনী,
তুমিত অজ্ঞান নহ—নহ অহৃদয়,
ভেবে দেখ আশা তব মিটিবার নয়,

কেন তবে বৃথা ক্লেশ সহি অনুক্ষণ,
হারাইবে আপনার অমূল্য জীবন,
ক্ষুদ্র—প্রাণ রমণীর উদ্দেশ্য প্রণয়,
গভীর অনন্ত কিন্তু পুরুষ হৃদয়,
আশা তৃষ্ণা পুরুষের সহস্র প্রকার,
সুমহৎ কার্য্য কত কর্ত্তব্য তাহার,
তুচ্ছ প্রণয়ের আশা কর পরিহার,
সাধন করহ অন্য কর্ত্তব্য তোমার,
জ্ঞানের জলধি তুমি আদর্শ বিদ্যার,
জগতের কূট তত্ত্ব আয়ত্বে তোমার,
জীবনের ব্রত ভুলি হইলে অজ্ঞান,
একটা নারীর তরে হারাইছ প্রাণ,
ছিছি সখে তুমি শয্যা কর পরিহার,
দেখ চেয়ে জ্ঞান চক্ষে চৌদিকে তোমার,
তোমার জীবনে কত উন্নতি ধরায়,
ভাব দেখি স্থির চিত্তে তাই একবার,

[রমণী মূর্ত্তি শূন্যে অদৃশ্য ।]

স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন প্রয়োগ।

১

রমণী!—প্রণয়!—অহো! কি ঘোর স্বপন!
ভাবনা!—যন্ত্রণা!—ধিক্‌—মূর্খতা কেমন!
কেন চিন্তা?—কার চিন্তা?—কিসের যন্ত্রণা?
কিসে নারী?—কেন তার এতই ভাবনা?
তৃপ্তি!—সুখ!—দুর্ব্বলের—পঙ্গুর প্রয়াশ,
যুবার সাজে কি সেই ঘৃণিত বিলাস!
মনের মহাত্ম কোথা—কোথা দৃঢ়পণ!
স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন।

২

পাষাণ চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে,
প্রেম-মূর্ত্তি চূর্ণ হোক্‌ নিভৃত অন্তরে!
ভালবাসা?—ভালবাসা! ছার ভালবাসা,
সুধু ক্ষোভ—সুধু ক্লেশ—মিটে না পিপাসা!
অসহ্য যাতনা তায়, নাহি প্রতিদান,
দূর কর—হেন প্রেম কর বলিদান!
ক্ষীণ প্রাণা রমণার তপস্যা নিষ্ফল!—
ভীরু!—মূর্খ!—নরচিত্ত এত কি দুর্ব্বল!

৩

পাপ—পুণ্য—নীতি—সেত সুদূর বিচার,
ভেবে দেখ একবার গৌরব আত্মার!
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আর আত্মার সম্মান,
তুলা দণ্ডে সমভারে কর পরিমাণ;
সে গৌরব জীবনের—সে অমূল্য ধন—
রমণী—পূজিতে আজ কর বিতরণ?
ধিক্ প্রাণে—আন শীঘ্র তীক্ষ্ণ তরবার,
অসার ঘৃণিত চিত্ত করহ বিদার।

৪

"দুরাশা"—"দুরাশা"—সেই পৌরুষ বচন,
কোন প্রাণে—স্থির চিত্তে করিনু শ্রবণ!
তখনি কেননা দীর্ণ করিনু হৃদয়!
ভ্রান্তি!—ভ্রান্তি!—কিম্বা আমি বজ্রসার ময়!
সে ঘৃণিত বীতরাগ দুঃসহ যুবার!
রুদ্ধ কর বিধাত! এ স্মৃতির দুয়ার!
কি পাপে—কি তাপে—হায় কোন্ প্রলোভনে!
সাশ্রু নেত্রে পড়েছিনু নারীর চরণে?

৫

শিক্ষা—দীক্ষা—ধন—মান,—অমূল্য—জীবন,
তুচ্ছ ভাবি যেই প্রেম করিনু সাধন,
যুবার নবীন চিত্ত অনন্ত আশার,
বিচূর্ণিত— রক্তী-কৃত প্রণয়ে যাহার,
মনের বিপুল বল—গভীর আশ্বাস,
শান্তির বিমল জ্যোতি, চিত্তের উল্লাস,
উপেক্ষিনু অবহেলে যাহার কারণ—
সে রমণী—সে রাক্ষসী—পাষাণী এমন !

বিরাম।

৬

এ নহে প্রেমের ধর্ম্ম এ নহে প্রণয়,
প্রেমিকের চিত্ত এত স্বার্থপর নয়।
প্রতিদান না দিয়াছে দুঃখ কিবা তায় !
তুমি সদা বাসভাল অন্তরে তাহায় !
উপভোগে নহে সুখ—সুখ ভাবনায়।
তৃপ্তিতে মনের তৃষ্ণা নিমিষে ফুরায় !
জ্বলুক এ তুষানল সদত অন্তরে,
সাবধানে রাখ যেন শিখা না উগরে।

৭

তুমিত ভিখারি—কোথা তব অধিকার ?
তোমার বাঞ্ছিত ধন আয়ত্বে তাহার ;
ভিক্ষুকের কেন ক্রোধ—কেন অভিমান ?
ভিক্ষুক ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, তৃণের সমান ;
মিথ্যা নহে—এ বাসনা দুরাশা তোমার,
এ সংসারে এ জীবনে নহে পুরাবার ;
তথাপি জ্বলুক এই মনের অনল,
এ প্রণয়ে রোদনই সুখের কেবল।

প্রয়োগ

৮

মূর্খ—তুমি—কেন ক্রোধ—কেন অভিমান ?
এখনো রয়েছে বক্ষঃ চিরি দেখ প্রাণ !
কি দিয়াছি—কি চেয়েছি—কি ভিক্ষা আমার,
কোথা স্বার্থ ? সেকি স্বার্থ ! স্বার্থ নাম কার ?
চরণ হৃদয়ে ধরে ধুলায় পড়িয়া,
কি ভিক্ষা চাহিয়াছিনু কাতরে কাঁদিয়া !
"দর্শন—পর্শন ! তব চাহিবনা আর,
'ভালবাসি' মুখে সুধু বল একবার।'

৯

সহস্র বৃশ্চিক দন্ত অন্তরে তখন,
শিরে—শিরে, মেদে—মেদে করিছে দংশন!
অহো হো! উত্তর তার কি দিল রাক্ষসী!
ধিক্ মোরে, পুন তায় কহিনু জিজ্ঞাসি,
চেয়ে দেখ কি হয়েছি, নিকট মরণ
সধু বল ভালবাসি—বাঁচিবে জীবন!
উত্তরিয়া—"না"—পাষাণী কহিল আবার,
"ইথে যদি মর তবে কি করিব আর!"

১০

স্তম্ভিত হইল চিত্ত বিপুল বিস্ময়ে,
মানবী কি দেবী ভাবি দেখিনু চাহিয়ে,
উজ্বল নয়ন দুটি না রক্ত না পীত,
পূর্ণেন্দু বিমল আস্য না শুষ্ক না স্ফীত,
ক্রোধো নয়—ক্ষোভো নয়—নহেও করুণা,
চিন্তা নাই বিন্দুমাত্র যেন অন্যমনা!
আবরি নয়ন দ্বয় কাঁদিয়া ফেলিনু!
মানবী কি দেবী তাহা বুঝিতে নারিনু।

১১

মুছিয়া নয়ন পুন দেখিনু যখন,
সেই দৃষ্টি—সেই আস্য-বসিয়া তখন,

চির পিপাসার সেই বদন কমল,
সুধা বিগলিত সেই নয়ন উজ্জ্বল,
সে প্রথম মিলনের ছবি করুণার,
স্নায়ু ত্বকে বিদ্যমান তখনো তাহার,
সে মূর্ত্তিতে—এ হৃদয়! ননীতে পাষাণ!
সহিলনা প্রাণে—বেগে ত্যজিনু সে স্থান।

১২

দেখি নাই—শুনি নাই তদবধি আর,
দেখিবনা—শুনিবনা জীবনে আমার,
তবুও পরাণ কাঁদে কখন কখন
লজ্জায়—ঘৃণায়-দুখে ক্ষিপ্ত হয় মন!
আমার জীবনে সবি গিয়াছে ফুরায়ে,
সুখের বাসনা আর নাহি এ হৃদয়ে,
দেখিতে বাসনা সুধু অন্তর তাহার,
কাঁদে কিনা কাঁদে এই দুখে একবার?

বিরাম।

১৩

সে কাঁদিবে কোন্ দুখে—কি দুখ তাহার?
মর কিম্বা বাঁচ তুমি—ক্ষতি কিবা তার?

তুমিই বাসিলে ভাল—সে কেন বাসিবে ?
তুমিই দহিলে দুখে—সে কেন সহিবে,
তুমি বল মনপ্রাণ দিয়াছ তাহায়,
কেন দেও ?—কারে দেও ? সেত নাহি চায় !
কি ঘৃণা—কি লজ্জা—ছিছি এই কি তোমার ?
মনের মাহাত্ম্য আর গৌরব আত্মার ?

১৪

কাব্য উপাখ্যান নয়—এ তব জীবন,
নাট্যশালা নয় ইহা—প্রকৃত ভবন,
নহ-তুমি জগৎসিংহ—সে নহে আয়েষা,
কল্পিত প্রণয়ে তবে কেন হেন তৃষা ?
মন তার—প্রাণ তার—প্রণয়ো তাহার,
তাহার হৃদয়ে তব কোন্ অধিকার ?
তোমার এ দুখে নাহি কাঁদিবে পরাণী,
দুর্দশা নিরখি তব হাসিবে রমণী,
ধর পুরুষের বল দৃঢ় কর মন,
স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌কোষ কর উৎপাটন।

প্রয়োগ।

১৫

"সে কাঁদিবে কোন্ দুখে ?" এই কি ! সংসার,

দয়া মায়া সানুভূতি সবি কি মিছার!
সে নাহি কাঁদিবে যদি কে কাঁদিবে আর!
কার দুখে?—কার তরে?—এ দশা আমার?
কার তরে দিবানিশি ঝরে দুনয়ন,
কার দুখে দণ্ড পল আহ্বানি মরণ?
বজ্রাহত তরু প্রায় বিশুষ্ক জীবন—
কার তরে আজো আছি করিয়া ধারণ?

১৬

"সে কাঁদিবে কোন্ দুখে?" অহোহো সংসার!
নর নারী পূর্ণ তুমি,—এ তব আচার!
জীবন যৌবন সুখ অঞ্জলি পূরিয়া
নিত্য যে চরণে তার দিয়াছি ঢালিয়া!
তৃষিত চাতক হ'তে হইয়া কাতর
দেখিতেছি মুখ তার এ দীর্ঘ বৎসর,
কৃত দাস হ'তে তার হয়ে অনুগত,
তুষিতে তাহার মন সদা যে নিরত!

১৭

এ পূজার কিছুই কি নাহি পুরস্কার?
মনেও স্নেহের বিন্দু ঝরিল না তার?
তা হ'তে অধিক তৃষ্ণা ছিলনা আমার,

কথায়ো করুণা নাহি ঝরিল তাহার!
রাজ্য নয়—ধন নয়—নহেও জীবন
চেয়েছিনু করুণার একটী বচন,
স্নেহ পূর্ণ তার সেই একটী বচনে
প্রবাহিত মন্দাকিনী এমরু জীবনে।

১৮

এ তপস্যা—এ যন্ত্রণা—এত অনুরাগ
পাষাণ হৃদয়ে তার করিলেনা দান?
কিসে নারী?—চিত্ত তার মানবিক নয়,
এত কি কঠিন কভু নারীর হৃদয়?
দেবী নয়—পাষাণী সে—অমরীরো মন
তপস্যার—সাধনায় হয় উচাটন
পাষাণী পূজিনু হায় এত দিন ধরে—
এই দুখ চির দিন রহিবে অন্তরে।

সব ঠিক।

সে কি কথা—“সব ঠিক”—এত দিন পরে!
কি শুনিনু হা হৃদয়! সব ঠিক সে যে কয়,
সে যে কয়—সেও ভাবে অভাগার তরে!
হা পাষাণী কি বলিলে, কেন সব জাগাইলে,
এও যদি হায় তব আছিল অন্তরে—
কেন আগে লুকাইলে, কেন শেষে প্রকাশিলে,
নৈরাশ্যে ছিলাম ভাল—কেন কাঁদাইলে?

২

মিলিয়াছি কত দিন হতাশ হৃদয়ে—
তুমিও নিরব মুখে, আমিও বিদীর্ণ বুকে,
নয়ন পালটি তবু দেখিনি উভয়ে;
নিরখি যতন তোর, পরাণ কাঁদিতে মোর,
নিরবে সে যাতনাও আছিলাম সয়ে,
আজ কেন অকস্মাৎ, করিলে এ বজ্রাঘাত,
এ দারুণ বহ্নি কেন জ্বালিলে হৃদয়ে?

৫

সেই নিরজনে যদি বলিতে তখন—
ধরিয়ে চরণ খানি, ধরিয়ে যুগল পাণি,
প্রেমের ভিখারি—হয়ে কাঁদিনু যখন,
সেই গদ গদ প্রাণে, ছল ছল সে নয়নে,
উথলিল কত প্রেম দেখনি তখন,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক; বিরস করিয়া মুখ.
বলিলে যে কথা সে যে রয়েছে স্মরণ।

রয়েছে স্মরণ সেকি পারি ভুলিবারে!
এ জীবনে এ পরাণে, চিরদিন রবে মনে,
সেই নিদারুণ কথা অক্ষরে অক্ষরে—
"কেন মিছে দুখ পাও, অভাগিরে ভুলে যাও"
জাগ্রতে স্বপনে বাজে শ্রবণে বিবরে,
একটি কথায় হেন, যাইবেকি সে বেদন?
শিরায় শিরায় সে যে সদত ঝঙ্করে!

সেই নিরজনে যদি, অঙ্কুশে তখন—
শুধুই বদন তুলি, শুধুই নয়ন খুলি,

কহিতে এ প্রণয়ের একটি বচন,
তখনি এ বুক চিরে, রাখিতাম হৃদেশ্বরে,
ঘুচিত কি এ জীবনে সে সুখ মিলন ?
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, আত্মপর বিস্মরিয়া,
রহিতাম ঘুমাইয়া যাবত জীবন !

৬

কি বলিব রমণী রে এখনো অন্তর –
আজো তোর ভাবনায়, আজো প্রেম পিপাসায়,
হতাশ হৃদয় মোর দারুণ কাতর,
দিয়াছ যন্ত্রণা এত, নিরাশা যে মর্ম্মগত,
তবু ইচ্ছা করে রাখি বুকের উপর—
ও তোর বদন খানি, ও তোর কোমল পাণি,
প্রাণ ভোরে, প্রেম—ভোরে চুম্বি একবার ;

৭

কিন্তু এ পিপাসা মম মিটিবে না আর,
এ বুক ভাঙ্গিয়া যাবে, এ জীবন ফুরাইবে,
সে সুখ সাগরে তবু দিবনা সাঁতার ;
সদত অন্তরে রহি, সদত যাতনা সহি—
বুঝিব চিত্তের সহ একা অনিবার,

নির্জ্জনে কাঁদিব ডাকি, বাতাসে শুখাবে আঁখি,
মুছাতে নয়ন তোরে সাধিবনা আর।

তবু কাঁদি!—কেন কাঁদি?—বলিব কাহায়!
তৃষিত চাতক মত, শুষ্ক কণ্ঠে অবিরত,
অনীর প্রদেশে ভ্রমি কিসের আশায়—
সে কথা বুঝিতে পারে, কে আছেরে এসংসারে,
কে চিনেরে প্রেমিকের এই পিপাসায়!
এ দুঃখ বাঁধিয়া বুকে, কেন কাঁদি তোর দুখে—
ছিলনা বাসনা—কিন্তু বুঝাব তোমায়।

৯

কেন কাঁদি?—হায় কাঁদি—আপন বেদনে
রাজকার্য্যে কি বিশ্রামে, কি জাগ্রতে কি স্বপনে,
ওই মুখ খানি তব সদা জাগে মনে,
আশার অম্বরে চাই, সুদূরে দেখিতে পাই,
ধরিতে বাসনা কিন্তু ধরিতে পারিনে;
যাতনা অসহ্য হ'লে, মনে করি যাই ভুলে,
কি বলিব রমণীরে ভুলিতে পারিনে।

১০

কত দিন—কত বার—হতাশ অন্তরে
এই প্রেম আকিঞ্চন, করিয়াছি বিসর্জ্জন,
ভুলিব ভাবিয়ে সখি, ভুলিয়াছি তোরে ;
দাঁড়ায়ে জাহ্নবী তীরে, তপনেরে সাক্ষী করে,
নিষ্ঠুর—পাষাণী কত বলেছি তোমারে,
না ডুবিতে দিনমণি, তোমার বদন খানি—
জেগেছে স্মরণে চিত্ত আকুলিত করে।

১১

পাসরিব ভাবি, গ্রন্থ করি অধ্যয়ন,
যেখানে প্রেমের কথা, তথায় পেয়েছি ব্যথা,
সেইখানে আঁখিজল হয়েছে পতন,
সেই খানে তোরে স্মরি, গ্রন্থখানি বন্ধ করি,
ভাবিয়ে জীবন মম করেছি রোদন !
সেই ক্ষণে সেই খানে, চিরদগ্ধ এ জীবনে,
ভাবিয়াছি জন্মশোধ দিই বিসর্জ্জন।

১২

কেন কাঁদি ?—রমণীরে কি বলিব আর !
আপন অদৃষ্ট ফলে, ভাসি আমি আঁখি জলে,

ভাগ্য দোষে তব প্রেমে পিপাসা আমার!
মম ভাগ্য দোষে সখি, তুমি পিঞ্জরের পাখী,
মম ভাগ্য দোষে এত নিষ্ঠুর সংসার,
মম ভাগ্য ভাল নয়, তাই তুমি নিরদয়,
নহিলে রমণী কোথা এতই কঠোর!

১৩

বুঝিয়াছিলাম তুমি দুর্লভ রতন,
সুদূর গগন গায়, শারদ চন্দ্রমা প্রায়,
করিবে আলোক রাশি সুধু বরিষণ,
কিম্বা সৌদামিনী মত, উজলিয়া শূন্য পথ,
মোহিবে হৃদয় কিন্তু দহিবে নয়ন,
আমি পান্থ তুনয়নে হেরিয়া তোমার পানে—
হুতাশ নয়নে,—সুধু করিব রোদন।

১৪

বুঝীয়ে ছিলাম তাই হৃদয়ে আমার,
তাই সে নিরব মুখে, তাই অবনত চ'খে,
বাঁধিয়াছিলাম এই প্রেম পারাবার,
ভীষণ তরঙ্গ ঘায়, ভেঙ্গে গেছে এ হৃদয়,
তথাপি না ফুটিয়াছি সম্মুখে তোমার,

ভেবেছিনু এই ভাবে, জীবন ফুরায়ে যাবে,
"সব ঠিক"—সে কি কথা শুনিনু আবার!

১৫

প্রাণ কাঁদে রমণীরে! ভীম যাতনায়,
ইচ্ছা করে ছুটে যাই, যথা জীব জন্তু নাই,
কেঁদে আসি প্রাণ ভ'রে পড়িয়া ধরায়,
পশিয়া সাগর নীরে, শুধু তোর নাম ধ'রে
চীৎকার করিয়া কাঁদি এই যাতনায়,
অথবা সম্মুখে তোর, বিন্ধি ছুরি বক্ষে মোর,
দেখাই এ প্রণয়ের অন্তিম দশায়।

১৬

"সব ঠিক!"—আর কেন—হও বিস্মরণ—
দিয়াছ যে ভালবাসা, মিটায়েছ যে পিপাসা,
এ জীবনে চির দিন রহিবে স্মরণ;
জীবন যৌবন হরি, আমারে ফকির করি,
মিটিল রমণী তব কোন আকিঞ্চন!
জগৎ তেমন নয়, কাঁদালে কাঁদিতে হয়
অভাগার এ কথাটি করিও স্মরণ।

সন্তান দর্শনে।

১

এই জীবনের ওই প্রথম বিকাশ !
ওই কান্না ওই হাসি, ওই আনন্দের রাশি,
অমিয়া মাখান ওই আধ আধ ভাষ,
এ জীবনে একদিন হইত প্রকাশ।
শৈশবে সবাই হায়, ওই সন্তানের প্রায়
এ ভীষণ জীবনের সুন্দর মঞ্জরি !
ভাসেরে কালের তটে আপনা পাসরি !

২

ওই কি জীবন ? হায় কতই বিভেদ !
ভাবিলে কাঁদেরে মন, মানবের কি জীবন,
কোথা ফুটে—কোথা টুটে—কতই প্রভেদ !
কি যে হয় ওই মুখ, কি যে হয় ওই বুক,
কোথা থাকে ওই সুখ যৌবন বিকাশে !
কি লয়ে সংসারে পশি কি থাকে বয়সে !

৩

সকলি ফুরায়ে যায় দিনকত পরে!
হৃদয়ের প্রান্তভাগে, স্থধু ওই স্বপ্ন জাগে,
দূরবীনে চিত্র যথা ছায়ারূপ ধরে!
ভূধর গহ্বর স্থিত, শুষ্ক তৃণ রাশি মত,
শৈশবের আশা তৃষ্ণা পড়ে থাকে মনে,
ও শৈশব স্বপ্নমাত্র স্থধুই জীবনে!

৪

ইচ্ছাকরে এই বেলা অতি সাবধানে
দুর্ভেদ্য পিঞ্জর করে, রেখে দিই শিশুটীরে,
না ধরে চিত্তের মলা উহায় যেমনে!
কালের কুটিল ছায়া, নাহি পরশিতে কায়া,
এই বেলা বেঁধে দিই চিরস্থখ মনে,
ঢেলে দিই চিরশান্তি উহার বদনে!

৫

দুর্লভ সে স্থখ হায় পার্থিব জীবনে!
ঘূর্ণ চক্র নেমী মত, উঠে পড়ে অবিরত,
হবে পরিণত শিশু কঠোর প্রবীণে!
দেখিতে দেখিতে হায়, শৈশব ফুরায়ে যায়,

পদ্মশীর্ণে সলিল যথা শুখায় তপনে!
সুখ শান্তি লুপ্ত হয় জ্ঞান উন্মেদনে।

৬

কি খেলা খেলিছ বৎস! আপনার মনে?
হাস খেল নাচ গাও, নাজানি কিসুখ পাও
আমি কিন্তু কাঁদি তোর লীলা দরশনে।
এমন মধুর হাসি, এই আনন্দের রাশি,
কিছুযে রবেনা বাছা তোমার জীবনে
প্রবেশিবে যবে এই সংসার কাননে!

৭

বৃথা ক্ষোভ! এসংসারে এমনি জীবন!
প্রকৃত সুখের যাহা, স্বপ্ন কিম্বা মোহ তাহা
সংসারীর সে কামনা দুখের কারণ।
নিকৃষ্ট অবোধ জন, কিম্বা শ্রেষ্ঠ কবি মন
সে কল্পিত সুখ সুধু করে অন্বেষণ!
নহে এ সংসার কিন্তু তাদের কারণ।

৮

সুখ শূন্য মরুপ্রায় তবে কি সংসারে?
জীবন কি কিছু নয়, সুধু কি যন্ত্রণাময়,

এত ক্লেশ এত শ্রম সবকি মিছার ?
এই দেহ পিঞ্জরে, এ অনন্ত দুখ সয়ে ?
পার্থিব জীবন কিরে বিড়ম্বনা সার ?
নর ভাগ্যে জীবনে কি নাহি পুরস্কার ?

৯

না নয়—এ জীবন নহে এতই অসার—
সুখ দুখ এ জীবনে, বাঁধা নিত্য চিত্ত সনে,
আত্মার প্রসাদে জীবে সুখের সঞ্চার ;
সত্য মাত্র লক্ষ্য করি, লোভ দম্ভ পরিহরি,
প্রতারণা প্রবঞ্চনা কর পরিহার,
ধরিবে মোহিনী মূর্ত্তি নীরস সংসার।

১০

থাকি কি না থাকি বৎস! তোমার যৌবনে
জনকের এই ভিক্ষা, সত্য ধর্ম্ম কোরো শিক্ষা,
কাপট্য চাতুরী যেন রহেনারে মনে,
পাপের চরম তাহা, জীবের ঘৃণিত তাহা,
অনিষ্ট কিছুতে এত হয় না জীবনে,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ হ'ওনা জীবনে।

সমাপ্ত।